NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ শিয়ালদার পর এবার আনন্দপুর, ফের বিপুল বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার

পাটুলিতে বৃদ্ধার রহস্য মৃত্যু, থানায় আত্মসমর্পণ ছেলের ৩

কলকাতা ৩১ মার্চ ২০২৫ ১৭ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৮৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.03.2025, Vol.18, Issue No. 288, 8 Pages, Price 3.00

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আধুনিক ভারতের অক্ষয় বটবৃক্ষ: মোদি

প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রথমবার আরএসএসের সদর দপ্তরে

নাগপুর, ৩০ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথমবার নাগপুরে আরএসএসের সদর দপ্তর রেশম বাগে হেডগেওয়ার স্মৃতিমন্দিরে গেলেন নরেন্দ্র মোদি। ঘুরে দেখ লেন স্মৃতিমন্দির। সেখানে একটি বার্তা লিখে এলেন তিনি। মন্দির পরিদর্শন করে তিনি কতটা অভিভূত, সেটাই বোঝালেন নিজের বার্তায়।

আরএসএসের প্রথম সরসংঘচালক কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের স্মৃতিতে তাঁর উত্তরসূরি এমএস গোলওয়ালকর হেডগেওয়ার স্মৃতিমন্দির তৈরি করেছিলেন। পরে গোলওয়ালকরের স্মৃতি স্মারকও সেখানেই তৈরি হয়। গোলওয়ালকরের স্মৃতিতেই তৈরি হয়েছে মাধব নেত্রালয়। রবিবার নাগপুরে পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রী সোজা চলে যান স্মৃতিমন্দিরে। কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এবং তাঁর উত্তসূরি গোলওয়ালকরের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানান মোদি। রেশম বাগ সফরে আগাগোড়াই তাঁর সঙ্গে ছিলেন সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

ভারতের সেবায় সংঘ এবং তার স্বেচ্ছাসেবকেরা কী ভূমিকা নেন, তা নিজের বার্তায় তুলে ধরেছেন মোদি। তিনি লেখেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ এবং সংঘের মূল্যবোধের প্রতি নিবেদিত এই পবিত্র স্থানই জাতির সেবায় আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। আমরা চাই, আমাদের প্রচেষ্টা ভারতকে আরও উজ্জ্বল করুক।' স্মৃতিমন্দির পরিদর্শন শেষে প্রধানমন্ত্রী নাগপুরে মাধব নেত্রালয় প্রিমিয়াম সেন্টারের শিলান্যাস করেন। পাশাপাশি, মোদি রবিবার 'সোলার ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যারোস্পেস' লিমিটেড ঘুরে দেখে ন।

প্রসঙ্গত, মোদি শেষ বার সংঘের সদর দপ্তরে গিয়েছিলেন ২০১৩-র জুলাই মাসে, বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত হওয়ার পরে। ১২ বছর পর রবিবার আবার সংঘের সদর দপ্তরে পা রাখেন তিনি। রবিবাসরীয়র ভাষণে মোদির মুখে শোনা যায়, মায়ানমার ভূমিকম্পের প্রসঙ্গও। এদিন তিনি বলেন, 'ওই দেশে ওরকম ভয়ঙ্কর একটা ভূমিকম্প হয়েছে। ভারত কিন্তু ওদের সাহায্য করতে সবার আগে পৌঁছে গিয়েছে। একই ভাবে তুরস্কে যখন ভূমিকম্প এসেছিল, সেই সময় আমরাই সবার আগে পৌঁছে গিয়েছিলাম।'

এরপরই পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের ওপর ইঙ্গিতে তোপ দেগে মোদি বলেন, 'ইংরেজ সরকারে তৈরি আইন আমরা বদলে দিয়েছে। ভারত এতদিন যে দাসত্বের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। তা আমরা ভেঙে দিয়েছে। সংসদের সম্মুখে এখন রাজপথ নেই, কর্তব্যপথ রয়েছে। এমনকি, আমাদের নৌসেনার মধ্যে দাসত্বের একটা ছাপ ছিল। যা আমরা সরিয়ে দিয়েছি।' 'যখন জীবনে অহম নয়, বয়ম। আমি নয়, আমরা নীতি পালন করা হবে। তখনই তা দেশজুড়ে তার প্রভাব দেখা যাবে।' দাবি মোদির।

এরপরই মহাকুম্ভের প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, 'যেখানে সেবা গ্রহণকারীরা রয়েছেন, সেখানেই স্বয়ংসেবক। মহাকুম্ভে দেখেছিলাম কী ভাবে নেত্রকুম্ভ খুলে মানুষের সাহায্য করছে আরএসএস, এটা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। আসলে স্বয়ংসেবকরা হলেন একজন অনুশাসিত সেনা।' 'আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘএমন একটা সংগঠন, যা সমাজের অন্তর্দৃষ্টি ও বাহ্যিক দৃষ্টির জন্য কাজ করছে। সংঘের আদর্শ একটাই, তা হল মানুষের সেবা। সে পাহাড় হোক বা জঙ্গল, কোনও সীমাই স্বয়ংসেবকদের মানুষের সেবা থেকে বিরত রাখতে পারবে না।', দাবি মোদির।

মোদি বলেন, 'সংঘের এই শতবর্ষের যাত্রা গৌরবময়। যে বীজ ১০০ বছর আগে বোপন করা হয়েছিল। তা আজ নিজেদের আদর্শের হাত ধরে আধুনিক ভারতের অক্ষয় বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। যা আমাদের সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় চেতনাকে একটা নিরন্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উজ্জ্বল করে তুলছে।' তাঁর আরও দাবি, 'স্বাস্থ্য নিয়ে সরকারের নীতিটা খুব স্পষ্ট। দেশের কোনও গরিব মানুষকে যেন চিকিৎসার অভাবে প্রাণ ত্যাগ করতে না হয়, আমদের সরকারের নীতিটাই সেটা। আর এই নীতিতে আমাদের ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত।' পাশাপাশি সংঘের চক্ষু চিকিৎসাকেন্দ্র মাধব নেত্রালয়ের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'লালকেল্লা থেকে আমি দেশের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে বিকাশের কথা বলেছিলাম, সংঘের মাধব নেত্রালয় ঠিক সেই ভাবেই কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আধুনিক ভারতের অক্ষয় বটবৃক্ষ।'

ভূমিকম্পে উদ্ধারকাজের মাঝেই লাগাতার বোমাবর্ষণ জুন্টাসেনার

নেপিদ, ৩০ মার্চ: ৭.৭ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্পে কার্যত নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে মায়ানমার। কম্পন অনুভূত হয়েছে পশ্চিমে দিল্লি, উত্তরে চিন এবং পূর্বে তাইল্যান্ড পর্যন্ত। আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভের অনুমান, মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারে ১০ হাজারের গণ্ডিও। তবে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো গুরুতর এই পরিস্থিতিতেও বিরোধীদের দমন করতে লাগাতার বোমাবর্ষণ করে চলেছে জুন্টাসেনা। চরম এই পরিস্থিতিতে মায়ানমার নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘ। জুন্টার এই হামলাকে 'জঘন্য পদক্ষেপ' বলে তোপ দাগা হয়েছে।

গত শুক্রবার ভয়ংকর ভূমিকম্পের জেরে মায়ানমারে এখ নও পর্যন্ত ১৭০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৩৪০০ জন। পাশাপাশি ৩০০ জনের এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে গত কয়েক বছর ধরে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত মায়ানমারে সাহায্য পাঠিয়েছে বহু দেশ। মায়ানমারে অপারেশন ব্রহ্ম শুরু করেছে ভারত সরকার। পরিস্থিতি যখন এতটা গুরুতর ঠিক সেই সময় বিদ্রোহী দমনে মায়ানমার সেনার এমন বোমাবর্ষণের নিন্দায় সরব হয়েছে সব মহল।

রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি টম অ্যান্ড্রুস বলেন, ভূমিকম্পের পর সবাই যখন আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে, সেই সময়ও ওখানকার সেনাবাহিনী বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা বিশ্বাস করা যায় না। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর উচিত সামরিক অভিযান বন্ধ রাখা। জুন্টা সেনার ওপর যাদের প্রভাব রয়েছে তাদের উচিত এই সেনাবাহিনীর ওপর চাপ বাড়ানো। এই পরিস্থিতিতে এই হামলা কোনও ভাবে মানা যায় না। এটা ওদের কাছেও স্পষ্ট হওয়া উচিত।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার মায়ানমারে ভয়াবহ ভূমিকম্পের মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে শান প্রদেশের নাংচোয় বিমান হামলা চালায় জুন্টা। এই হামলায় মৃত্যু হয় ৭ জনের। উত্তর-পশ্চিমের সাগাইং প্রদেশেও আকাশপথে চলে হামলা। বর্তমানে এই অঞ্চল বিদ্রোহীদের দখলে। থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতেও চলে হামলা। যদিও রবিবার সকালেই জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকাজ ও দুর্গতদের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিতে তৎপর হয়েছে জুন্টা বিরোধী সংগঠন পিপলস ডিফেন্স ফোর্স (পিডিএফ)। আগামী দু'সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই বিরোধী শিবির।

এবার কাঁপল টোঙ্গা

■ **মায়ানমার, তাইল্যান্ডের পর এ বার ভূমিকম্পে কাঁপল প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র টোঙ্গা। সে দেশের স্থানীয় সময় অনুযায়ী রবিবার সন্ধ্যায় ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মাটি। ভারতীয় সময় অনুযায়ী ঘড়ির কাঁটা তখন ৫টা ৫০ মিনিট ছুঁয়েছে। আমেরিকার জিয়োলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.১। তবে ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও হিসাব পাওয়া যায়নি।দ্বীপরাষ্ট্র টোঙ্গায় রবিবারের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল পাঙ্গাই গ্রামের ৯০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই জারি করা হয়েছে সুনামির সতর্কতাও। নিউয়ে এবং টোঙ্গার উপকূলে ০.৩ থেকে ১ মিটার পর্যন্ত উঁচু ঢেউ ধেয়ে আসতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্রও জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল থেকে ৩০০ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকবে। বিপজ্জনক উচ্চতার ঢেউ আসারও সম্ভাবনা রয়েছে।**

রবিবার ওড়িশার মাঙ্গুলি হল্টের কাছে চৌদার অঞ্চলে বেঙ্গালুরু-কামাখ্যা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের ১১টি কামরা লাইনচ্যুত হওয়ায় মৃত এক, আহত একাধিক যাত্রী।

মৃত ৬

■ **ঝোড়ো হাওয়ায় রাস্তার ধারের যাত্রিবাহী একটি গাড়ির ওপরে গাছ উপড়ে পড়ে মৃত্যু হল অন্তত ছ'জনের। আহত হয়েছেন বেশ কয়েক জন। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হিমাচল প্রদেশের কুলু জেলার মণিকরণে। ঝড়ের সময়ে বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নামে। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই পর্যটনস্থলে।**

বাড়ল মেয়াদ

■ **রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার পরে এবার মণিপুরে আফস্পার এলাকা এবং মেয়াদ বাড়াল কেন্দ্র। আগামী ৬ মাসের জন্য গোটা রাজ্যে বলবৎ থাকবে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন। কেবল মণিপুর নয়, উত্তর-পূর্বের আরও দুই রাজ্য নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশেও আফস্পা জারি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে।**

হাতির তাণ্ডব

■ **জঙ্গলে ক্রমবর্ধমান খাবার ও জলের কষ্ট। গরমে বাড়ছে সংকট। এই অবস্থায় বুনো হাতির তাণ্ডবে গত চার দিনে ৭ জনের মৃত্যু হল ঝাড়খণ্ডের গুমলা এবং সিমডেগা জেলায়। রবিবার গুমলা জেলায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও একজন গুরুতর হয়েছেন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।**

বিস্ফোরণ

■ **ইদের ঠিক আগে বড়সড় বিস্ফোরণ মসজিদে। রবিবার এই ঘটনা ঘটে মহারাষ্ট্রের বিড জেলায়। ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত দু'জন এলাকারই বাসিন্দা।**

নরবলি!

■ **বিহারে নরবলির অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে শনিবার। হোলির পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন অওরঙ্গাবাদের বাসিন্দা যুগল যাদব। তদন্তে নেমে যুগলের এক তান্ত্রিক-সহ চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।**

প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেই ৫০ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ ছত্তিশগড়ে

বিজাপুর, ৩০ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের কয়েক ঘণ্টা আগেই ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করেন ৫০ জন মাওবাদী। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, এই ৫০ জনের মধ্যে ১৪ জনের মোট মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ৬৮ লক্ষ টাকা! রবিবার দুপুরে রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশবাহিনীর (সিআরপিএফ) ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করেছেন তাঁরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদের সকলেই 'অন্তঃসারশূন্য এবং অমানবিক মাওবাদী রাজনীতি, নিষিদ্ধ ঘোষিত সিপিআই (মাওবাদী)-র নেতাদের দ্বারা আদিবাসীদের শোষণ, এবং আন্দোলনের মধ্যে তৈরি হওয়া বিভিন্ন মতপার্থক্যের' কারণ দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। বিজাপুরের এসএসপি জিতেন্দ্রকুমার যাদব আরও বলেন, 'এর পাশাপাশি, মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীর ছাউনি স্থাপন এবং নিয়া নেল্লানার প্রকল্পের অধীনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশাসনের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানেরও প্রশংসা করেছেন আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা। তবে এই আত্মসমর্পণের নেপথ্যে জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি), বস্তার ফাইটার্স, স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), সিআরপিএফ এবং কোবরা ইউনিটেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।'

পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী ৫০ জনের মধ্যে ছ'জনের প্রত্যেকের মাথার দাম আট লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছিল। তিনজনের মাথার দাম ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা করে। এছাড়াও, পাঁচজনের মাথার দাম ছিল এক লক্ষ টাকা করে। সব মিলিয়ে ১৩ জনের মাথার দাম ছিল মোট ৬৮ লক্ষ টাকা। অস্ত্র ফিরিয়ে মূলধারায় ফেরার জন্য সরকারের নীতি অনুযায়ী তাঁদের সকলেরই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন।

শনিবারই ছত্তিশগড়ের সুকমা এবং বস্তারে জোড়া সংঘর্ষের ঘটনায় ১১ জন মহিলা-সহ মোট ১৮ জন মাওবাদী নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রও। ওই ঘটনার পরেই নিরাপত্তাবাহিনীর সাফল্যের প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রসঙ্গত, রবিবার ৩৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মোদির।

মায়ানমারে অস্থায়ী হাসপাতাল, ত্রাণ, বাহিনী পাঠাচ্ছে ভারত

নেপিদ, ৩০ মার্চ: ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারে ত্রাণ এবং উদ্ধারকাজের জন্য বিশেষ অভিযান শুরু করেছে ভারত। নাম দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মা অভিযান (অপারেশন ব্রহ্মা)। শনিবারই ত্রাণসামগ্রী নিয়ে মায়ানমারের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে ভারতীয় নৌসেনার দু'টি জাহাজ। জরুরি পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় সেনার বিশেষ অস্থায়ী হাসপাতাল (ফিল্ড হসপিটাল)-ও পাঠানো হচ্ছে। ওই অস্থায়ী হাসপাতালে ভূমিকম্পে আহতদের জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য যাচ্ছে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী-সহ ১১৮ জনের একটি দল। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৮০ জনের একটি দলকে মায়ানমারে পাঠানো হয়েছে উদ্ধারকাজে সাহায্য করার জন্য।

নৌসেনার জাহাজ আইএনএস সাতপুরা এবং আইএনএস সাবিত্রীর সোমবারের মধ্যে ইয়াঙ্গনে পৌঁছে যাওয়ার কথা। শনিবার ভোরেই ১০ টন ত্রাণ নিয়ে প্রথম জাহাজটি রওনা দিয়েছে মায়ানমারের উদ্দেশে। পরে আরও ৩০ টন ত্রাণ নিয়ে দ্বিতীয় জাহাজটি রওনা দেয় শনিবার বিকেলে। দু'টি জাহাজ মিলিয়ে ৪০ টন ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে ভারত থেকে। এ ছাড়া নৌসেনার আরও দু'টি জাহাজকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে বাহিনীর আন্দামান-নিকোবর কমান্ডের অন্তর্গত শ্রীবিজয়পুরমে। আগামী দিনে প্রয়োজন অনুসারে সেগুলিকেও পাঠানো হবে মায়ানমারে। আকাশপথেও ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিমানে শনিবার উত্তরপ্রদেশের হিন্দন বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে পৌঁছে গিয়েছে ইয়াঙ্গনে। ১৫ টন ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে মায়ানমারে। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে তাঁবু, কম্বল, খাবারের প্যাকেট এবং জরুরি চিকিৎসা সামগ্রী।

বায়ুসেনার আরও দু'টি বিমানে করে ১১৮ জন চিকিৎসাকর্মী-সহ সেনার একটি অস্থায়ী হাসপাতালও পাঠানো হচ্ছে মায়ানমারে। এই অস্থায়ী হাসপাতালে ৬০ শয্যার চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৮০ জন সদস্যের দলের সঙ্গে পাঠানো হয়েছে উদ্ধার অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। কংক্রিট কাটার যন্ত্র, ড্রিল করার যন্ত্রের সঙ্গে পাঠানো হয়েছে উদ্ধার অভিযানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সারমেয় দলও (ক্যানাইন স্কোয়াড)।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের জয়গান মোদির

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ: এপ্রিল মাস পড়ার আগেই শুরু হচ্ছে চৈত্র নবরাত্রি। পরের মাসেও থাকবে উৎসবমুখরতা। আর এই উৎসব বিভিন্ন ধর্মের হলেও তা দেশের ঐক্যকেই তুলে ধরে। রবিবার 'মন কি বাত'-এর ১২০তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এমনটাই জানালেন।

তিনি এদিন বলেন, 'আজ চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি। আজ থেকে চৈত্র নবরাত্রি শুরু হচ্ছে এবং ভারতীয় নববর্ষও আজ থেকে শুরু হচ্ছে। ১৩ থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে, দেশের বিভিন্ন স্থান উৎসবমুখর হয়ে উঠবে। তার মানে এই পুরো মাসটি উৎসবের। এই উৎসবগুলিতে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।'

এরই পাশাপাশি মায়ানমারে হওয়া সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়েও কথা বলেন মোদি। ভারত যে এই বিপর্যয়ের সময়ে প্রতিবেশী দেশের

পাশে রয়েছে, সেকথা বলতে তিনি তুলে ধরেন 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর আদর্শ। প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, বসুধৈব কুটুম্বকম অর্থাৎ 'এই বিশ্ব এক পরিবার' এমন এক মন্ত্রই আজ সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের কর্মকাণ্ড এই বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে। যে সময় কোভিড-১৯ গোটা বিশ্বকে প্রভাবিত করেছিল, ভারত এই বিশ্বকে পরিবার হিসেবে দেখেছিল। আর তাই যাঁদের প্রয়োজন তাঁদের টিকাদানের জন্য পদক্ষেপ করেছিল। সম্প্রতি মায়ানমার এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের সাক্ষী হয়েছে। ভারত 'অপারেশন ব্রহ্মে'র মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যার্থে প্রথম সাড়া দিয়েছিল। তুরস্ক ও নেপালের ভূমিকম্পের পরও দ্রুত সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। মালদ্বীপের জল সংকটের সময়ও আমরা পাশে ছিলাম।'

এছাড়াও এদিন প্রধানমন্ত্রীর কথায় উঠে আসে জল সংরক্ষণের মতো বিষয়ও। তিনি বলেন, 'বৃষ্টির জলকে সংরক্ষণ করে আমরা অনেক জল খ রচ হওয়া থেকে বাঁচাতে পারি। গত কয়েক বছরে এই প্রকল্পের অধীনে দেশের বিভিন্ন অংশে জল সংরক্ষণে অনেক কাজই হয়েছে। আপনাদের একটা চমকপ্রদ পরিসংখ্যান দিই. গত ৭-৮ বছরে ১১ বিলিয়ন কিউবিক বা তারও বেশি পরিমাণ জল সংরক্ষণ করা গিয়েছে নবনির্মিত ট্যাঙ্ক, পুকুর ও অন্যান্য জলাধারে।'

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

CHANGE OF NAME

I, Tinku Linda James, D/o Shefali and Lt. Keith James, R/o at 9D/1, Sreedhar Roy Road, Kolkata - 700039, do hereby change my name from Tinku Linda James to Linda James from immediate effect for all future purposes. Sworn before SK Arshad Ali, Notary, Alipore, Kolkata. Vide Affidavit No. 27, dated 21.03.2025. Tinku Linda James and Linda James both are same and Identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল, **শ্যামলেন্দু মান্ডল**, সাং- ৮/১বি, হাতি বাগান রোড, পোঃ-এন্টালী, থানা- বেনিয়াপুকুর, কোলকাতা- ৭০০০১৪ ও **সৌমেন্দু মান্ডল**, সাং- কুলটি কলেজ রোড, পোঃ ও থানা- কুলটি, পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৪৩, উভয়ের পিতা- মৃত সুধেন্দু মান্ডল, তাদের বোন **সুসান সুভশ্রী গোমস্**, পিতা- মৃত সুধেন্দু মান্ডল, স্বামী- রুপার্ট গোমস্, সাং- ৮/১বি, হাতি বাগান রোড, পোঃ-এন্টালী, থানা- বেনিয়াপুকুর, কোলকাতা- ৭০০০১৪- এর নিকট হইতে ইং- ০৬/০২/২০২৩ তারিখে জেলা- দঃ ২৪-পরগণা, থানা- উস্থি, ব্লক- মগরাহাট- ১, মৌজা- লক্ষীকান্তপুর ও লক্ষীকান্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ ও ১৪৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৯৭১.৬২ শতক শালি জমির অবিভক্ত ২৫ শতাংশ জমি যাহা ২৪২.৯০ শতক জমি সাব-রেজিস্টার অফিস-৪, দঃ ২৪ পরগণা, ১২৮৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল রেজিষ্ট্রীকৃত হয়, যাহা সম্পূর্ণরূপে বৈধ । উক্ত দলিল সম্বন্ধে যদি কাহারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহা ১৫ দিনের মধ্যে উল্লেখিত অফিসে ও নিম্নলিখিত উকিলবাবুর কাছে লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন ।

মহঃ কাইয়ুম (অ্যাডভোকেট),
আলিপুর জজ ও পুলিশ কোর্ট, কোলকাতা-৭০০০২৭

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, জেলা- বীরভূম, থানা, চৌকি ও সাবরেজিষ্টারী- সিউড়ী, জে.এল নং- ০৬, মৌজা- আড়াইপুর, খতিয়ান নং-২৫৯ ও ৪৫৩, আর.এস দাগ নং-২৩২, এল.আর দাগ নং-২৩৭, শ্রেনী- বাইদ, পরিমান- ১১০০ বর্গফুট বা ১ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট বা ০.০২৫৩ একর সম্পত্তি আমার মক্কেল **শিখা রায়**, স্বামী- খোকন রায় সাকিম- সিউড়ী অরবিন্দপল্লী, পোঃ ও থানা- সিউড়ী, জেলা- বীরভূম, **তৃপ্তী ব্যনার্জ্জী** স্বামী- রাজ কুমার ব্যনার্জ্জী সাকিম- সিউড়ী নিউ ডাঙ্গালপাড়া, পোঃ ও থানা- সিউড়ী, জেলা- বীরভূম এর পক্ষে আমমোক্তার (যাহা সিউড়ী ডি.এস.আর-I অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং বহির ২৪৮ নং আমমোক্তর দলিলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত) **কল্যান কুমার সিংহ** পিতা- ৺দীনবন্ধু সিংহ, সাকিম + পোঃ- বৈদ্যনাথপুর, থানা- মহঃ বাজার চৌকি ও সাবরেজিষ্টারী - সিউড়ী, জেলা- বীরভূম এর নিকট হইতে গত ২৩/০২/২০১৭ তারিখ একখন্ড বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে যাহার নং ১৫৮৭/২০১৭ খরিদ করিয়াছেন। উক্ত **শিখা রায়** উক্ত দলিল মূলে বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. সিউড়ী - ১ সিউড়ী বীরভূম -এ নিজ নাম পত্তন করাইবার জন্য দরখাস্ত কারিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উক্ত বিএল অ্যান্ড এল.আর.ও সিউড়ী -১ অফিসে উপস্থিত হইয়া নিজ বক্তব্য জানাইবেন। নতুবা আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে ।

কৌশিক আচার্য্য (আইনজীবি),
সিউড়ী জজ আদালত, সিউড়ী বীরভূম
মোঃ ৯০৬৪৫৭৮৭৯৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩১শে মার্চ। সোমবার। ১৭ই চৈত্র। শ্রীশ্রী মা বাসন্তী দুর্গা দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরি শুক্র র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বৃদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

(আজ নবরাত্রি শ্রীশ্রী দুর্গা পূজা র দ্বিতীয়া তিথি, ব্রম্ভচারিনীরূপে পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

লাইনচ্যুত বেঙ্গালুরু-কামাখ্যা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ পূর্ব উপকূলীয় রেলের খুর্দা রোড ডিভিশনের অন্তর্গত মাঙ্গুলী ও নির্গুন্দি স্টেশনের মাঝে বেঙ্গালুরু-কামাখ্যা এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (১২৫৫১) ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। পূর্ব উপকূলীয় রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক অশোক মিশ্র জানিয়েছেন, ট্রেনটি নির্গুন্দি স্টেশনে প্রবেশের মুখে লাইনচ্যুত হয়, তবে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। তিনি জানান, 'সবচেয়ে স্বস্তির বিষয় হল, এই ঘটনায় কোনো যাত্রী হতাহত হননি। সমস্ত যাত্রী সুস্থ রয়েছেন এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

সূত্রের খবর, ট্রেনটি কটক স্টেশন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর আচমকা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে লাইনচ্যুত হয়। জানা গেছে, বি-৪ থেকে বিফ-১৪ পর্যন্ত প্রায় ১০টি কামরা রেললাইনের বাইরে চলে যায়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব উপকূলীয় রেলের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম), ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু করতে টাওয়ার ভ্যান ও মোটর ভ্যান রওনা করানো হয়, যাতে দ্রুত রিস্টোরেশন কাজ শুরু করা যেতে পারে। অন্যদিকে, ট্রেনে থাকা যাত্রীদের প্রোফাইলও চেক করা হয়। যাদের গন্তব্য নিকটবর্তী, তাদের সড়কপথে পাঠানো ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বাকিদের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ব রেলের আসানসোল ও মালদা ডিভিশনের তরফে যাত্রী ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদের সহায়তার জন্য আসানসোল, দুর্গাপুর ও মালদা টাউন স্টেশনে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।

সক্রিয় হেল্পলাইন নম্বরসমূহ হল, আসানসোল স্টেশন ৯৬৪১৯২৩৮৯১, দুর্গাপুর স্টেশন ৯০৪৬২৩৯২২৩, মালদহ টাউন স্টেশন ০৩৫১২২৮৩৪৪৪,পূর্ব উপকূলীয় রেলের তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রী ও তাঁদের পরিবারবর্গ এই নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা পেতে পারেন। এই দুর্ঘটনার ফলে ওই রুটে বেশ কয়েকটি ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। যাত্রীদের সুরক্ষা এবং স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরিয়ে আনতে রেল কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ চালাচ্ছে বলে খবর। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নন্দীগ্রামে 'মন কি বাত' শুনে রাজ্য সরকারকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রামের ৪১টি স্থানে সম্প্রচারিত হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আশদতলা ২৭ নম্বর বুথ, যেখানে স্থানীয় বাসিন্দা ও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বসে এই অনুষ্ঠান শুনলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বক্তব্যের একপর্যায়ে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, নন্দীগ্রামে ধর্মীয় ও সামাজিক বিভাজনের ভিত্তিতে নির্বাচনের সমীকরণ নির্ধারিত হচ্ছে। তিনি বলেন, 'পুলিশ এখানে কিছু করতে পারবে না, কারণ হিন্দু ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেউ জিততে পারবে না।' একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের সংস্কৃতি বোঝেন না, তিনি শুধু ভোটের রাজনীতি বোঝেন।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'যদি তিনি সত্যিকারের শিক্ষিকা হতেন, তাহলে ইংল্যান্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশদের প্রশংসা করতেন না।'

শুভেন্দু অধিকারী কংগ্রেস ও তৃণমূলকে আক্রমণ করে দাবি করেন, 'কংগ্রেস নেতারা বলেন যে নেহরু ছিলেন কংগ্রেসের 'চাচা' এবং বিজেপির উত্থান আরএসএস-এর কারণে হয়েছে। ভারতের অর্থনীতি ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতি হবে।' তিনি স্পষ্ট বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের দিন শেষ। যারা এখনও তাদের দাসত্ব করছে, তারা শীঘ্রই বুঝবে কীভাবে তারা প্রতারিত হয়েছে।'

এরই পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলে রবিবার সকালে করা এক পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, 'রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালানো হচ্ছে এবং পুলিশ নিষ্ক্রিয়।' তার অভিযোগ, শনিবার মালদার মতিবাড়িতে সংঘর্ষের পর রবিবার ফের মুর্শিদাবাদের নওদা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের দক্ষিণ বারবারিয়ায় হিংসার ঘটনা ঘটেছে। মুর্শিদাবাদের নওদা থানার অন্তর্গত ঝাউবোনা ও ত্রিমোহনী বাজারে একাধিক হিন্দু মালিকানাধীন দোকানে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। পুলিশ উপস্থিত থাকলেও হামলাকারীদের আটকাতে পারেনি বলেও অভিযোগ। হামলায় বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি জানান। পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর-২ ব্লকের দক্ষিণ বারবারিয়া গ্রামে একটি মা চণ্ডীর পূজামণ্ডপে হামলা চালিয়ে ১০ জনকে গুরুতর আহত করা হয়েছে বলে শুভেন্দুর দাবি। তিনি জানান, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বেশ কয়েকজনের গভীর ক্ষত হয়েছে এবং আহতদের মুগবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরপরই তিনি রাজ্যের মুখ্যসচিবকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে না পারলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য চাওয়ার বিকল্প রয়েছে। পুলিশের ব্যর্থতার কারণেই রাজ্যে বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে তিনি অভিযোগ তোলেন। রাজ্যে তোলাবাজি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় তাঁকে। অভিযোগ করেন, জাতীয় ও রাজ্য সড়কজুড়ে পুলিশ বা তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকা চুক্তিভিত্তিক সিভিক ভলান্টিয়াররা অবৈধভাবে গাড়ি চালকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে। এমনকি বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও চালকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে তার অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে, তিনি দুর্গাপুরের রাজবাঁধ গোপালপুর টোলপ্লাজার একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। এবং সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেন।

আর্থিক সহায়তা পেয়েও বাংলার বাড়ি না তৈরি হলে কঠোর পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বাড়ি প্রকল্পে যারা আর্থিক সহায়তা পেয়েও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরি শুরু করেননি, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে রাজ্য সরকার। তবে প্রথমেই কঠোর অবস্থান না নিয়ে অনুরোধ করা হচ্ছে দ্রুত কাজ শুরু করার জন্য। কিন্তু তাতে কোনও লাভ না-হলে সরকারি অনুদান ফিরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের এই মনোভাব ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে।

গত বছরের ডিসেম্বরের শেষে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অর্থ আটকে যাওয়ার পর, রাজ্য সরকার নিজেরা 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে প্রায় ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির জন্য টাকা দিয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের হাতে আসা সাম্প্রতিক রিপোর্টে উঠে এসেছে, তিন মাস পেরিয়ে গেলেও এক লক্ষেরও বেশি উপভোক্তা এখনও কাজ শুরু করেননি। নবান্নে জমা পড়া তথ্য অনুযায়ী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর, পূর্ব বর্ধমান-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি একেবারেই আশানুরূপ নয়। রিপোর্টে আরও দেখা গিয়েছে, ৪৬ হাজারের বেশি উপভোক্তা টাকা পাওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত ইট, বালি, সিমেন্টের মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনেনি। আবার ৫০ হাজারের বেশি পরিবার সামগ্রী কেনার পরও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেনি। এই ধরনের উদাসীনতার চিত্র সবচেয়ে স্পষ্ট উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে। এই পরিস্থিতিতে, রাজ্য সরকারের নজর এখন প্রকল্পের প্রতি ধাপে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'এই দেরিতে আমরা অবাক হইনি। মানুষের অসুবিধা বুঝি। এখন উৎসবের সময়, উপভোক্তাদের অনেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তবুও আমরা প্রকল্পের অগ্রগতি কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।' মন্ত্রী আরও জানান, সরকার কাজের সময়সীমা দেবে, সহায়তাও করবে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ না-হলে অনুদান ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন, রাজ্য সরকার কোনওভাবেই কঠোর পদক্ষেপের পক্ষপাতি নয়। কিন্তু গরিব মানুষের মাথার ছাদের জন্য দেওয়া টাকা ব্যাঙ্কে দিনের পর দিন পড়ে থাকবে এটাও ঠিক নয়।

শুরু হল আন্তর্জাতিক সমুদ্র সপ্তাহ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার থেকে মার্কেন্টাইল মেরিন দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হয়ে গেল আন্তর্জাতিক সমুদ্র সপ্তাহ উদযাপন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে কোর্ট পিন দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সপ্তাহব্যাপী চলবে অনুষ্ঠান। ক্রিকেট টুর্নামেন্টে থেকে, টেকনিক্যাল সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবই হবে এই সপ্তাহ জুড়ে। এদিন সংস্থার পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে আসেন। এদিনের কর্মসূচি উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন মার্কেন্টাইল মেরিন দপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার ভিক্রান্ত রাই, অনাপু শ্রীনিবাস, ক্যাপ্টেন মিথিলেশ কুমার, রাজেশ মেন্দে, বিজেন্দ্র চৌবে-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

রমজানের শেষ দিনে বিবি বাগান এলাকার প্রান্তিক মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করলেন স্বপন সমাদ্দার।

ঈদের জন্য বড় মসজিদের সামনে কেনাকাটার ভিড়।

নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত রক্তদান আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক বিকাশ জয়সওয়াল বিশিষ্টজনেরা।

পরিবেশ রক্ষার বার্তা, হাওড়ার টোটোচালক শিবনারায়ণ করের অনন্য উদ্যোগ

রাজীব মুখোপাধ্যায়

পরিবেশ রক্ষা শুধুমাত্র প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, বরং প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব দায়বদ্ধতা থাকা উচিত, এই বার্তা দিতেই এগিয়ে এসেছেন হাওড়ার দুইল্যার বাসিন্দা শিবনারায়ণ কর। পেশায় টোটোচালক হলেও তাঁর চিন্তা ও কাজ কেবল জীবিকা নির্বাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গাছ লাগানোর গুরুত্ব, প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবেশ সচেতনতার বার্তা তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন নিজের যাত্রীদের মধ্যেও।

গত পাঁচ বছর ধরে টোটো চালিয়ে সংসার চালাচ্ছেন শিবনারায়ণ কর। তবে প্রতিদিন রাস্তায় নামার আগে একটি নিয়ম মেনে চলেন তিনি। বাড়ির সামনে লাগানো গাছগুলিতে জল দেওয়া এবং তাঁর টোটোর সামনের খাঁচায় রাখা সাদা পায়রাটিকে খাওয়ানো। তাঁর বিশ্বাস, গাছ যেমন মানুষের জীবন রক্ষা করে, তেমনি শান্তির প্রতীক পায়রার যত্ন নেওয়াও সমাজে ইতিবাচক বার্তা ছড়ায়। শিবনারায়ণের কথায়, 'তাপমাত্রা বাড়ছে, গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। এতে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, প্রকৃতিও বিপন্ন হচ্ছে। তাই আমি গাছ লাগাই, জল দিই, গাছের যত্ন নিই। আমি চাই, আরও মানুষ এই দায়িত্ব নিক। আমার যাত্রীরা যখন টোটোয় ওঠেন, আমি তাঁদের বলি অন্তত একটি গাছ লাগাতে। গাছ লাগানোই এখন সবচেয়ে জরুরি।'

শুধু নিজে গাছ লাগিয়েই থেমে থাকেননি শিবনারায়ণ। প্রতিদিন যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদেরও গাছ লাগাতে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর টোটোতে ওঠা যাত্রীরা প্রায়ই তাঁর কাছ থেকে শোনেন গাছের উপকারিতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বার্তা। অনেকেই তাঁর এই উদ্যোগ দেখে উৎসাহিত হন এবং নিজেদের বাড়ির সামনে গাছ লাগানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

নিজের উপার্জন থেকে প্রতিদিন কিছু অর্থ আলাদা করে রাখেন শিবনারায়ণ। তাঁর টোটোর পাশেই রাখা থাকে একটি টিনের বাক্স, ওই বাক্সে তিনি গাছ কেনার জন্য অর্থ জমিয়ে রাখেন। সেই টাকায় নতুন গাছ কেনেন, আগের লাগানো গাছগুলোর যত্ন নেন এবং তাঁর শান্তির প্রতীক সাদা পায়রাটির খাবার কিনে দেন। আন্দুল রোডের আলমপুর থেকে চুনাভাটি পর্যন্ত তাঁর নিয়মিত যাত্রাপথে অনেকেই শিবনারায়ণের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের সাক্ষী হয়েছেন। সাধারণ এক টোটোচালকের কাছ থেকে এমন উদ্যোগ দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন, তাঁকে সাধুবাদ জানান। শিবনারায়ণ করের মতো একজন সাধারণ মানুষের এই অসাধারণ প্রচেষ্টা সমাজের চোখ খুলে দেয়। তিনি প্রমাণ করেছেন, পরিবেশ রক্ষার জন্য বড়সড় প্রচার কিংবা প্রশাসনের উদ্যোগের অপেক্ষায় না থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগই বড় পরিবর্তন আনতে পারে। তাঁর মতে, 'শান্তি ও প্রকৃতির জন্য কাজ করতে হলে বড় ডিগ্রি লাগে না, লাগে মন থেকে চেষ্টা করার ইচ্ছে।'

এই অনন্য উদ্যোগ সম্পর্কে কল্লোল সেনগুপ্ত বলেন, 'আমি এই ছবিটি নিয়ে এসেছি, কারণ এটি মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া দরকার। ৪০ ডিগ্রি গরমের মধ্যে যখন মানুষ হাঁসফাঁস করছে, এরকম সময়ে তাঁর এই প্রয়াস অন্তত কিছুটা ছায়া ও স্বস্তি এনে দেবে। এটি শুধু একটি সাধারণ উদ্যোগ নয়, বরং আমাদের দেশের সৃজনশীল ও প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের প্রতিচ্ছবি। আমাদের সমাজে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা বরাবরই প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। এই রিকশা প্রকৃতপক্ষে শান্তি, সম্প্রদায়ের সংহতি ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগের প্রতীক। এই একটিমাত্র সদিচ্ছা থেকেই হয়তো প্রকৃতি ফিরে পাবে তার হারানো প্রাণ।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩১ মার্চ ২০২৫, ১৭ চৈত্র, সোমবার

শিয়ালদার পর এবার আনন্দপুর, ফের বিপুল বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, ধৃত যুগল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের কলকাতা থেকে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার। শিয়ালদা, বৈঠকখানা বাজারের পর এবার আনন্দপুর। এক যুগলের কাছ থেকে ১০টি আগ্নেয়াস্ত্র ও বুলেট উদ্ধার হয়েছে। গ্রেপ্তার ২। ধৃতরা কোথা থেকে, কী উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র জড়ো করেছিল, কোথায় পাচারের উদ্দেশ্য ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গোপন সূত্রে অস্ত্র সরবরাহের খবর পেয়ে রবিবার দুপুরে আনন্দপুরের নোনাডাঙা সবুজ সংঘের কাছে অভিযান চালায় এসটিএফ। সেখান থেকে এক যুগলকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত আজিজ মোল্লা। বয়স ৩৬ বছর। হুগলির বাসিন্দা। তার কাছ থেকে ১০টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। আজিজের সঙ্গী পূর্ব বর্ধমানের

কেতুগ্রামের বাসিন্দা ময়না মাজিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। তল্লাশি করে মোট ১১টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে চারটি সেভেন এমএমের পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। এসটিএফ সবকটি অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। দুজনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের বাকিদের হদিশ পেতে চায় এসটিএফ। তবে শহর থেকে পরপর এত অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত নভেম্বরে শিয়ালদহ থেকে অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার হয় একজন। এরপর ২৭ জানুয়ারি বৈঠকখানা রোড থেকে অস্ত্র-সহ ৫ জন গ্রেপ্তার হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি বড়বাজারে অভিযান চালিয়ে ১৯ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। ১২ মার্চ এজেসি বোস রোড ছেকে দু'জন গ্রেপ্তার হয়। ১৭ মার্চ ফের অভিযান চলে। উদ্ধার হয় ৪টি সেভেন এমএম পিস্তল কার্তুজ, ২টি পিস্তল, ২ রাউন্ড ৮ এমএম কার্তুজ, ৬ রাউন্ড ৭.৬৫ এমএম কার্তুজ বাজেয়াপ্ত হয়। ২৮ মার্চ প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ২জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাত্র দু'দিনের মাথায় আনন্দপুর এলাকা থেকে ধৃত দুই হ্যান্ডলার।

টোল ট্যাক্স বৃদ্ধি রুখতে রাজ্য পরিবহন দপ্তরকে চিঠি দিল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়ম মেনে নতুন অর্থবর্ষে ফের জাতীয় সড়ক ও এক্সপ্রেসওয়েতে বাড়তে চলছে টোল ট্যাক্স। পয়লা এপ্রিল থেকে ৫ শতাংশ বাড়ছে টোল ট্যাক্স। ফলে দেশজুড়ে জাতীয় সড়কে চলাচলের খরচ বাড়বে। এদিকে সেই হারে আয় নেই বেসরকারি বাসগুলির। তাই এই টোল বৃদ্ধি রুখতে ও সেই সংক্রান্ত ব্যবস্থা নিতে রাজ্য পরিবহণ দপ্তরকে চিঠি দিল রাজ্যের জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট।

বাস সংগঠনের দাবি, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি বাসগুলির ভাড়া বাড়েনি। এদিকে দিনে দিনে বাড়ছে টোল ট্যাক্স। গণপরিবহণ ছেড়ে মানুষ ব্যক্তি কেন্দ্রিক যানের দিকে ঝুঁকেছে। এছাড়া অনেক কারণে যাত্রী সংখ্যা কমায় বাসগুলির আয় কমেছে। এই আবহে ফের টোল

ট্যাক্স বাড়লে তাহলে ধুঁকতে থাকা বাস সংগঠনের পক্ষে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা সংগঠনের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই সমস্যার সুরাহার জন্য রাজ্য পরিবহণ দপ্তরকে চিঠি লিখে অবিলম্বে বাসের ভাড়া বৃদ্ধির দাবি করেছে তারা। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের নেতা তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যের এমন অনেক জেলা রয়েছে যেখানে একটি বাসকে দৈনিক ৫০০ থেকে ২১০০ টাকা পর্যন্ত টোল দিতে হয়। তা আবার বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিজের মতো করে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি করবে। গাড়ির স্পেয়ার পার্টস ও ইন্সুরেন্সেরও মূল্যবৃদ্ধি হবে। এমন করলে বাস পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যে বাসের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। অবিলম্বে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' জেলায় এই পরিবহণ ব্যবসার হাল আরও খারপ বলে দাবি তাঁর। তিনি জানাচ্ছেন, জেলার একটি বাসের খরচ সাধারণ বাসের তুলনায় অনেক বেশি। প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও ফল হয়নি। পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ভাড়া বৃদ্ধিও দাবি তুলেছেন এই সংগঠন।

পাটুলিতে বৃদ্ধার রহস্য মৃত্যু, থানায় আত্মসমর্পণ ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাটুলিতে বৃদ্ধার রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার বৃদ্ধার ছেলে। রবিবার পাটুলি থানায় এসে নিজেই আত্মসমর্পণ করে মৃতার পুত্র। মাকে নিজেই খুন করেছেন, স্বীকার ব্যাঙ্ককর্মী ছেলের।

টাকা পয়সাজনিত বিবাদের জেরেই মাকে খুন, থানায় আত্মসমর্পণ করে স্বীকার মৃতা বৃদ্ধার ছেলের। গত বুধবার বুধবার পাটুলিতে ৭২ বছর বয়সী বৃদ্ধার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। ময়না তদন্তের প্রাথমিক অনুসন্ধানে ইঙ্গিত, বৃদ্ধাকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। তারপর ঘরের মধ্যেই আগুন দেওয়া হয়, যার জেরে পুড়ে যায় শরীর। সূত্রের খবর, মৃতা বৃদ্ধার নাম মালবিকা মৈত্র। এই ঘটনার পর থেকেই মৃতার ছেলে বেপাত্তা। বৃদ্ধার অ্যাকাউন্টে ৯ লক্ষ টাকার মতও রয়েছে। সেই অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয় পুলিশ, যাতে বৃদ্ধার ছেলে সেই টাকা তুলতে না পারেন। যদিও

মৃত্যুর কারণ ঘিরে ঘনায় রহস্য। মৃতার ছেলেই খুনি কিনা, তাও প্রথমেই জানা যায়নি। তবে এবার মাকে খুনের কথা নিজেই স্বীকার করল ছেলে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পাটুলির বিদ্যাসাগর কলোনির ফ্ল্যাটে ছেলের সঙ্গে ভাড়া থাকতেন ওই বৃদ্ধা। বুধবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ধোঁয়া বেরোতে দেখে এলাকার বাসিন্দারাই দমকলে খবর দেন। সেই সময় ফ্ল্যাটের সদর দরজায় বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। দমকল এবং পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে ঘরের ভিতরে অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার করা হয়।

কাঁকিনাড়ার গঙ্গার ঘাটে তলিয়ে নিখোঁজ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বপ্ন ছিল সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার। সেইমতো সে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু প্রস্তুতি নিতে এসে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ যুবক। রবিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে। নিখোঁজ যুবক ২০ বছরের বিশ্ব প্রতাপ দাস ভাটপাড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুগিয়া পাড়ার বাসিন্দা। নিখোঁজ যুবকের পিতা ইন্দ্রাসন দাস জানান, উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর ছেলে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। প্রতিদিন সকাল পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠে অনুশীলন শেষে আটটায় বাড়ি ফিরতো। কিন্তু আজ আটটা বেজে গেলেও, ছেলে বাড়ি না ফেরায় ওকে ফোন করি। কিন্তু ছেলে ফোন রিসিভ করেনি। পাঁচ মিনিট বাদে ছেলে কল ব্যাক করে জানায়, বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গা ঘাটের সিঁড়িতে বসে স্নান করে বাড়ি ফিরবে। পৌনে ন'টা নাগাদ ফোন করলে ওর এক বন্ধু রিসিভ করে জানায় তাঁরা কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে আছে। তৎক্ষনাৎ গঙ্গার ঘাটে এসে শুনি একজন যুবক তলিয়ে গেছে। এরপর ঘাটের ঘাটের সিঁড়ি থেকে ওর মোবাইল, চটি ও গেঞ্জি খুঁজে পাই। ভাটপাড়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতে গঙ্গায় ডুবুরি নামিয়ে নিখোঁজ যুবকের খোঁজ চলছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ যুবকের সন্ধান মেলেনি।

কর্মরত শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: কর্মরত অবস্থায় এক শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল খড়দার বিটি রোড সংলগ্ন একটি ধর্ম কাঁটায়। মৃত শ্রমিক ৪৩ বছরের মনীশ কুমার শর্মা টিটাগড় পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়দায় বিটি রোড সংলগ্ন একটি ধর্ম কাঁটায় কাজ করতেন মনীশ। শনিবার বেলায় ধর্ম কাঁটার ভেতর থেকে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে খড়দার বলরাম পন্ডিত সেবা মন্দির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে তাঁকে কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। রবিবার দুপুরে মৃতের পরিবারের তরফে খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মৃতের দাদা রবীন্দ্র প্রসাদ শর্মার অভিযোগ, কয়েকদিন আগে ভাইয়ের সঙ্গে ধর্ম কাঁটার ম্যানেজারের গণ্ডগোল হয়েছিল। সেই কারণে হয়তো ভাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। তাঁর দাবি, ভাইয়ের ঘাড়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। ঘাড়ে রক্তের দাগও ছিল। যদিও ধর্ম কাঁটার ম্যানেজার ধনঞ্জয় তেওয়ারি বলেন, 'গাছ থেকে নিচে পড়ে গিয়ে ওঁর মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু কিভাবে পড়ল, তা জানি না।' পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। ঘটনা নিয়ে টিটাগড় পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিকাশ সিং বলেন, 'ঘটনাটি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তবে মৃতের সহকর্মীরা জানিয়েছেন, গাছ থেকে নিচে পড়ে গিয়ে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।'

সারমেয় নিয়ে স্কুলগুলিতে গাইডলাইল শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার স্কুলে স্কুলে সারমেয় নিয়ে গাইডলাইন পাঠালো রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। স্কুলে প্রার্থনা সভা চলাকালীন সময় পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করতে হবে। স্কুল পড়ুয়াদের সারমেয় যাতে না কামড়ায়, ব্যবস্থা নিতে হবে শিক্ষকদেরই। রাস্তার সারমেয়দের ওপর শিক্ষকদের নজরদারি চালাতে হবে। স্কুল ক্যাম্পাসে যাতে যত্রতত্র তারা ঘুরে না বেড়ায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। গাইডলাইনে বলা হয়েছে, সারমেয়কে পাথর ছোড়া থেকে বিরত থাকতে হবে স্কুল পড়ুয়াদের। তাদের দেখলে অযথা দৌড়ানো উচিৎ নয়। সারমেয়র মুখোমুখি হলে শান্ত থাকতে হবে। প্রার্থনা চলাকালীন এই গাইডলাইনগুলি প্রচার করতে হবে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে বলে নির্দেশিকা জাড়ি করা

হয়েছে। মিড-ডে মিলের সময়ও যাতে সারমেয়রা না আসে তার জন্য শিক্ষকদেরই নজরদারি চালাতে হবে। তার জন্য স্কুল ক্যাম্পাসের আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখতে হবে। স্কুল পড়ুয়াদের স্কুল ক্যাম্পাসে এবং বাইরে সুরক্ষিত রাখার জন্যই এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের বলে জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়।

মোথাবাড়ির ঘটনায় শ্যামনগরে হিন্দু সুরক্ষা সমিতির প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদার মোথাবাড়িতে সনাতনীদের ওপর আক্রমনের প্রতিবাদে রবিবার সন্ধেয় পথে নামল হিন্দু সুরক্ষা সমিতি। এদিন হিন্দু সুরক্ষা সমিতির শ্যামনগর খণ্ডের তরফে শ্যামনগর ঝাউতলা মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। সেই মিছিল ফিডার রোড ধরে ২৩ নম্বর রেলগেটের কাছে গিয়ে শেষ হয়। উক্ত মিছিলে হাজির ছিলেন বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণ প্রান্তের সদস্য রোহিত সাউ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলার সংযোজক সাগ্নিক বিশ্বাস, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলার সদস্য রানা চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন, 'শুধু মালদার মোথাবাড়ি নয়। দিকে দিকে সনাতনীদের ওপর আঘাত হানা হচ্ছে। সনাতনীদের ঘরবাড়ি লুট করা হচ্ছে।'

হিন্দুস্তানে সনাতনীদের বেঁচে থাকার লড়াইতে সকলকে সামিল হবার পরামর্শ তাঁর। অপরদিকে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণ প্রান্তের সদস্য রোহিত সাউ বলেন, 'বাংলাদেশের মতোই এপার বাংলায় সনাতনীরা ক্রমশঃ আক্রান্ত হচ্ছেন। শুধু মিটিং, মিছিল করলে হবে না। এবার সনাতনীদের পাল্টা দাওয়াই দিতে হবে।'

ফ্ল্যাট দখল নিয়ে অশান্তি, ভাইকে খুনে গ্রেপ্তার দাদা

নিজস্ব প্রতবেদন: ফ্ল্যাট দখল নিয়ে দাদা-ভাইয়ের অশান্তি। তার জেরেই সবজি কাটার ছুরি দিয়ে ভাইকে খুন, গ্রেপ্তার দাদা। বেলেঘাটার যুবকের রহস্যমৃত্যুর কিনারা করল পুলিশ। ধৃত দাদা খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি পুলিশের। বৃহস্পতিবার বেলেঘাটায় বাড়ি থেকে রোহন মণ্ডল নামে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। বাড়ির একটি ঘরে রোহনকে বিছানার উপর পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেই সময় তাঁর পিঠে ছিল রক্তের দাগ। তড়িঘড়ি বেলেঘাটা থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। খুন নাকি আত্মহত্যা করেছেন রোহন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। পরিবারের লোকজন দাবি করে, বেশ কয়েকমাস যাবৎ মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন রোহন। এর আগে একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলেই দাবি করে পরিবার। তবে যুবকের পিটে রক্তের দাগ ভাবায় তদন্তকারীদের।

শনিবার সেই ঘটনার নয়া মোড় নেয়। খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান ছিল, বাইরে থেকে কেউ ঢুকে ওই যুবককে খুন করে।

আতশ কাচের তলায় ছিলেন, এক বাড়িতে না থাকা রোহনের স্ত্রীও। কিন্তু তদন্তে উঠে আসে রোহনের দাদা অভিষেক মণ্ডলের নাম। তাঁকে জেরা করতেই তিনি খুনের কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের। সবজি কাটার ছুরি দিয়ে রোহনকে খুন করে, তা ড্রেনে ফেলে দেন অভিযুক্ত। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনায় আর কেউ যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রবীণ নাগরিকদের চিকিৎসার খরচ মেটানো নিয়ে কাঠগড়ায় 'কেয়ার'

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রবীণ নাগরিকদের চিকিৎসার খরচ মেটানোর ব্যাপারে স্বাস্থ্যবীমা সংস্থাগুলোকে সতর্ক করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তারপরেও এই ব্যাপারে অভিযোগ উঠল 'কেয়ার লাইফ ইনসিওরেন্স'-এর বিরুদ্ধে। বেসরকারি হাসপাতালে এক সাংবাদিকের চিকিৎসা-বাবদ খরচের পুরোটা অগ্রাহ্য করেছে ওই স্বাস্থ্যবীমা সংস্থা বলে অভিযোগ।

অতি সম্প্রতি ওই সাংবাদিক আচমকা ক্ষণিকের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এরকম ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন বিঘ্নিত হয়ে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্ট্রোক হয়। তাঁর উপসর্গ দেখে ভর্তি করানো হয় মণিপাল (পূর্বতন আমরি) হাসপাতালে। নানা শারীরিক পরীক্ষা করিয়েও তাঁর এই অবস্থার সঠিক কারণ নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে উল্লেখ করতে পারেননি চিকিৎসকেরা। চারদিন হাসপাতালে ছিলেন ওই রোগী। হাসপাতাল তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সময় প্রায় ছ'ঘন্টা সংশ্লিষ্ট সব নথি যাচাই ও তাঁর বাড়ির লোকের কাছে নানা ধরণের প্রশ্ন করার পর 'কেয়ার'-এর তরফে জানানো হয় বীমার অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না। পরে বীমাসংস্থা তথ্য গোপন করার অজুহাতে লিখিতভাবে রোগীকে বীমার আওতা থেকে খারিজ করার হুঁশিয়ারি দেয়। যুক্তি দেখানো হয় রোগীর মাথায় পুরনো একটি আঘাতের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া, পরে বীমাসংস্থার তরফে আরও দুটি প্রশ্ন রাখা হয়, যার উত্তর দেওয়া হয় রোগীর তরফে।

প্রশ্ন উঠেছে, পুরনো যে আঘাতের কথা বীমাসংস্থা উল্লেখ করেছে, তার সঙ্গে রোগীর বর্তমান সংজ্ঞাহীনতার প্রমাণ কোথায়? নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বীমার দাবি খারিজের সিদ্ধান্ত কতটা আইনসঙ্গত? ভবিষ্যতেও তো তাহলে ওই অনুমানের ভিত্তিতে তাঁর চিকিৎসার আর্থিক দাবি খারিজ করবে 'কেয়ার'। এ ব্যাপারে 'কেয়ার'-এর আঞ্চলিক সহকারী ম্যানেজার শ্রীজিৎ ঘোষাল জানান, রোগীর দাবির বিভিন্ন নথি খতিয়ে আমাদের সদর দফতরের নির্দিষ্ট বিভাগ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। তবে, সংস্থার স্থানীয় শাখার তরফে সর্বতোভাবে রোগীর বাড়ির লোকেদের সহযোগিতার চেষ্টা করছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সঙ্গে দেখাও করেছি। তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছেন।

খড়দায় পথচারীর মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত, ধৃত অটো চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন: অটো চালকের সঙ্গে বচসা পথচারীর। সেই বচসার জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পথচারীর মাথায় সজোরে আঘাত করার অভিযোগ উঠল এক অটো চালকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে খড়দা থানার টাটাগেট সংলগ্ন বিটি রোডে। আক্রান্ত পথচারী টিটাগড় বিবেক নগরের বাসিন্দা দীপেন মন্ডল জানান, এদিন সকালে টিউশন থেকে ছেলেকে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় টাটাগেটের কাছে হঠাৎ করে অটো দাঁড় করানো নিয়ে চালকের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। দীপেন বাবুর অভিযোগ, অটোর সিটের নিচ থেকে ধারালো অস্ত্র বের করে সজোরে তাঁর মাথার পিছনে আঘাত করে। স্থানীয়রা ছুটে এসে আক্রান্ত দীপেন বাবুকে খড়দার বলরাম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। যদিও খড়দা থানার পুলিশ অটো-সহ চালককে গ্রেপ্তার করেছে।

বিয়ের দেড় মাসের মধ্যেই 'আত্মঘাতী' নববধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেহালার পর্ণশ্রী থানার অন্তর্গত পাঠকপাড়া রোডের কাছে একটি বাড়ি থেকে গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। ইতিমধ্যেই একটি অস্বাভাবিক মামলার রুজু করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের। পরিবারের সদস্যদের দাবি, আত্মহত্যা করেছেন পূজা সিং নামে বছর আঠাশের ওই যুবতী। যদিও মৃত্যুর কারণ ও মৃত্যুর ধরন নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। অন্যদিকে আদৌও আত্মহত্যা কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সূত্রে খবর, পূজার বিয়ে হয়েছিল মাত্র দেড় মাস আগে। স্বামী মুকেশ সিং একটি তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থায় কাজ করেন বলে জানা যাচ্ছে।

পরিবারের তরফে এও জানা যাচ্ছে, আত্মঘাতী হওয়ার আগে শনিবার রাতে স্বামীকে ভিডিয়ো কল করেছিলেন ওই গৃহবধূ। স্বামীর সঙ্গে ফোনে পূজার কী কথা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্বামীর সঙ্গে কোনও অশান্তি নাকি অন্য কোনও পারিবারিক ঝামেলার কারণেই এই ঘটনা কিনা তা বোঝার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। সদ্য বিয়ের মধ্যেই কী এমন ঘটনা ঘটল তার জেরে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল তাতে চাপানউতোর বেড়েছে প্রতিবেশীদেরও। সকাল থেকেই বাড়ির সামনে ভিড় করছেন এলাকার লোকজন।

মে মাসের মধ্যেই কলকাতা বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনের পরিষেবা শুরু হতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী এপ্রিল-মে মাসেই কলকাতা বিমানবন্দর বা জয় হিন্দ মেট্রো স্টেশনের পরিষেবা শুরু হয়ে যাওয়ার আভাস দিলেন কলকাতা মেট্রোর কর্তৃপক্ষ। খুব শীঘ্রই কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান থেকে নেমেই মেট্রো পরিষেবা পেয়ে যাবেন সাধারণ মানুষ। জানা গিয়েছে, কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির তরফে পরিদর্শন করার পর ছাড়পত্র এসে গেলেই নোয়াপাড়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর মেট্রো পরিষেবা শুরু করতে আর সময় নেবে না কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘ জটিলতার পর অবশেষে কলকাতা বিমানবন্দর বা জয়হীন্দ মেট্রো স্টেশন তৈরির কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড বা আরভিএনএল।

কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রথমে অনুমতি দেয়নি। মাটির উপরে এই মেট্রো স্টেশন তৈরি হলে সমস্যা তৈরি হবে উড়ান পরিষেবায়। দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে ভূ-গর্ভে কাজ শুরু হয়। এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এই মেট্রো স্টেশন তৈরি হয়েছে মাটির তলায়। নিউ গড়িয়া বা কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দরে এসে শেষ হচ্ছে অরেঞ্জ লাইন। অন্যদিকে নোয়াপাড়া-বারাসত মেট্রো করিডরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন কলকাতা বিমানবন্দর। মাটি থেকে প্রায় ১৪ মিটার নিচে মেট্রো স্টেশনটি তৈরি করা হয়েছে। মেট্রো স্টেশনে তৈরি করা হয়েছে ৫টি প্ল্যাটফর্ম। যেগুলি এক একটি ১৮০ মিটার লম্বা। মেট্রো তরফে জানানো হয়েছে, নোয়াপাড়া থেকে বারাসত (হলুদ লাইন) মেট্রো প্রকল্পের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১৮.১৩ কিমি। এই করিডরে ১২.৭৭ কিমি অংশে মাটির উপরে

থাকা ব্রিজ দিয়ে যাবে। বাকি ৫.৩৬ কিমি অংশ ভূ-গর্ভে দিয়ে যাবে। এই প্রকল্পের মধ্যে নোয়াপাড়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত প্রায় ৭.০৪ কিমি অংশের কাজ শেষ। ইতিমধ্যেই নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট (২.৮৪ কিমি) অংশে পরিদর্শনের পর কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি ছাড়পত্র দিয়েছেন। বাকি দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে কলকাতা বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন (৪.২০ কিমি) অংশে আগামী এপ্রিল মাসে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির পরিদর্শন করার কথা রয়েছে। পরিদর্শনের পরই নোয়াপাড়া থেকে ভায়া দমদম ক্যান্টনমেন্ট হয়ে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো চাকা গড়াবে। মোট ৫টি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ১ এবং ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম চালু করা হচ্ছে। নোয়াপাড়া থেকে বারাসাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়ে গেলে ৩, ৪ এবং ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম কাজকর্ম বা পরিষেবার চালু করে দেওয়া হবে। মোট ৫টি গেট থাকছে এই জয় হিন্দ মেট্রো স্টেশনে। যার মধ্যে ১ নম্বর প্রবেশদ্বারটি একেবারেই বিমানবন্দরের গেটের মুখে থাকছে। ২ নম্বর গেট থাকছে ট্যাক্সি পার্কিং স্ট্যান্ডের কাছে। ৫ নম্বর গেটটি যশোর রোডের একদম নিকটে থাকছে। যাতে বাস থেকে নেমেই সাবওয়ে ব্যবহার করে মেট্রোতে পৌঁছে যেতে পারেন সাধারণ মানুষ। ৩ এবং ৪ নম্বর গেট থাকছে আড়াই নম্বর গেট এবং পুলিশ ব্যারাকের অংশের দিকে। জয় হিন্দ মেট্রো স্টেশনে থাকছে ৬টি সিঁড়ি, ৬টি লিফট, ৯টি চলমান সিঁড়ি বা এসক্যালেটর। বিমানবন্দরের দিকে যে সাবওয়ে, সেখানে থাকছে ৩টি সিঁড়ি, ৪টি লিফট, ৬টি এসক্যালেটর। যশোর রোডের দিকে থাকা সাবওয়েতে থাকছে ২টি সিঁড়ি, ২টি লিফট, ৩টি এসক্যালেটর। বিমানবন্দরের দিকে থাকছে ৩৩০ মিটার লম্বা এবং ১১ মিটার চওড়া সাবওয়ে। যশোর রোডের দিকে সাবওয়ে ২৭০ মিটার লম্বা এবং ১৩ মিটার চওড়া বলে জানা গিয়েছে। বৃহৎ মেট্রো স্টেশন ছাড়াও তৈরি করা হচ্ছে ৪৮ মিটার ইয়ার্ড। যা দেশের মধ্যে বৃহত্তম। থাকছে ৭টি লাইন।

সম্পাদকীয়

‘সমস্ত অত্যাচারী শাসকের শক্তি নিহিত থাকে জনগণের অজ্ঞতার উপর’

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর তথ্য অনুসারে, জানুয়ারির একাধিক দিন ত্রিবেণী সঙ্গমের জলে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বা বিওডি’র মাত্রা ছিল বিপজ্জনক। আরও বলা হয়েছিল যে, ত্রিবেণী সঙ্গমের জলে কলেরার ব্যাক্টিরিয়া (কলিফর্ম) পাওয়া গিয়েছে। ফলে পান করা তো দূর, সেই জল স্নানেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অথচ, সেখানেই ডুব দিয়েছেন কোটি কোটি মানুষ। অবশ্য সরকার এ কথা মানতে রাজি হয়নি। তাদের মতে সঙ্গমের জল শুধু স্নানযোগ্যই নয়, তা পবিত্র জল যা পান করা যায়। কুম্ভে মোট কত কোটি মানুষ স্নান করেছেন, তা কর্তাব্যক্তিরাই বলতে পারবেন। তবে, এই স্নানের জন্য রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী, সরকারি অফিসার, বিচারপতি এবং সচ্ছলদের জন্য ছিল আলাদা উন্নত ব্যবস্থা। কিন্তু ধর্মপ্রাণ আমজনতার জন্য যেমন উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না, তেমনই ছিল না থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত, স্নানের জন্য ভাল ব্যবস্থা। প্রয়াগরাজ যাওয়ার পথে এক সময় ২০০ কিমি দীর্ঘ ট্র্যাফিক-জ্যাম দেখা দেয়। একই ভাবে স্নানের লাইনও কয়েক কিমি দীর্ঘ। মাঝে মাঝে দড়ি উঠেছে আর ভক্তরা ঊর্ধ্বশ্বাসে স্নানের উদ্দেশে দৌড়েছেন। এরই মধ্যে স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু ঘটে, আহত হন শতাধিক। যদিও বাস্তবে দু’টি সংখ্যাই আরও বেশি। এর পর নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান ভারতীয় রেলের হিসাব অনুযায়ী অন্তত ১৮ জন। কুম্ভকে ‘অমৃতকুম্ভ’-এর গরিমা দিয়ে দীর্ঘ দিন থেকে এখানে সমস্ত ধর্মপ্রাণ মানুষকে জড়ো করার উদ্যোগ করেছিল বিজেপি সরকার। মেলা শেষে নানা কথা বলে প্রচারের আলো যে ভাবে রাষ্ট্রনায়করা নিজেদের উপর টেনে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাতে কী উদ্দেশ্যে তাঁরা এই আয়োজনকে এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা সহজবোধ্য। অথচ, এ নিয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনা অপ্রতুল ছিল। শুধু তা-ই নয়, বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতা খুন করার যে উদ্যোগ দীর্ঘ দিন থেকে চলছে, এটা ছিল তারও একটা অঙ্গ। এ ক্ষেত্রে লিয়ো টলস্টয়-এর সেই কথা মনে পড়ে; সমস্ত অত্যাচারী শাসকের শক্তি নিহিত থাকে জনগণের অজ্ঞতার উপর।

শব্দবাণ-২৩৪

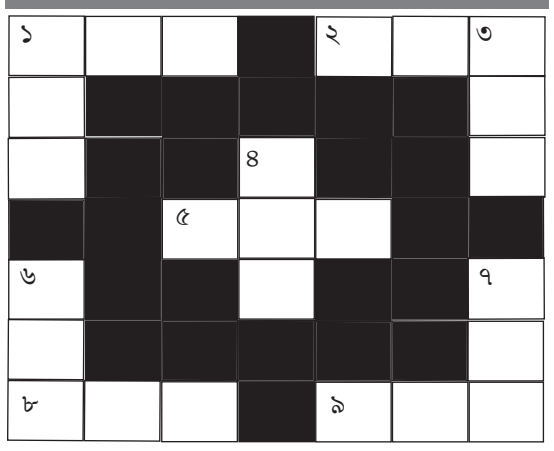

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. লাভ ২. অয়স্কান্ত মণি ৫. আহার, ভোজন ৮. পঞ্চবিধ মুক্তির অন্যতম ৯. শ্রীকৃষ্ণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অদ্ভুত, মিথ্যা ৩. রক্তে মাখা ৪. মানুষ, ব্যক্তি ৬. বাইরের আবরণ ৭. ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে —।

সমাধান: শব্দবাণ-২৩৩

পাশাপাশি: ১. চিরকুমার ৪. সত্য ৫. সাহাবা ৭. জরিপ ৯. খাঁখাঁ ১১. ইএমআই।

উপর-নীচ: ১. চিকিৎসা ২. কণ্ঠে ৩. রসরাজ ৬. বাজখাঁই ৮. পইপই ১০.ঘাম।

জন্মদিন

আজকের দিন

শীলা দীক্ষিত

১৯৩৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শীলা দীক্ষিতের জন্মদিন।
১৯৪৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মীরা কুমারের জন্মদিন।
১৯৮৪ বিশিষ্ট মডেল নেহা কাপুরের জন্মদিন।

ভারতবর্ষ কি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র?

মানস চক্রবর্তী

কদিন ধরে ভাবছিলাম ভারতবর্ষ কি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র? অতীতে কি ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল? হঠাৎই একটা বই হাতে এল। ‘স্বামী রঙ্গনাথানন্দ জীবন ও ব্রত’। মহারাজজি লিখছেন তআমি মনে করি যে ‘সেক্যুলার স্টেট’ কথাটির হিন্দি অনুপাতে আমরা একটি বড় ভুল করেছি। আমার বিশেষ ইচ্ছে এই যে, অনূদিত শব্দটিকে অচিরে যেন পরিবর্তিত করা হয়, কারণ এর ফলে মানুষের চরিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। অনূদিত কথাটি হচ্ছে ‘ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র’। ধর্ম ব্যতীত কোনও রাষ্ট্রই থাকতে পারে না। ‘ধর্ম’ একটি নৈতিক ধারণা এবং তা কৃষ্টি-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকলের জন্য। আমাদের রাষ্ট্র কখনোই ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ হতে পারে না, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র একটি ‘মত-নিরপেক্ষ’ রাষ্ট্র হতে পারে। ‘মত’ শব্দটি ধর্ম অর্থেও ব্যবহৃত হয়, আবার ভাবগত, মানসিক গতিপ্রকৃতিকেও ‘মত’ বলা হয়। সেই অর্থে ‘মত’ শব্দটি ধর্মকে বোঝায়। তাই ‘সেক্যুলার’ শব্দটি যথার্থ অনুবাদ হবে ‘মত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র’ কখনোই ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ রাষ্ট্র নয়।দ

আমরা যদি ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি আমরা পর্যালোচনা করি তবে স্পষ্টই দেখতে পাবো ভারতবর্ষে ধর্মকেই চিরকাল প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পূর্ব পূর্বসময়ে ভারতবর্ষ যখনই সংকটের মধ্যে পড়েছে ধর্মকেই কেন্দ্র করে আবার তার পুনরুত্থান ঘটেছে। যখন বৌদ্ধদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তার স্বকীয়তা হারাতে বসেছিল তখন শঙ্করাচার্য বৈদিক ধর্মকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষের স্বকীয়তা রক্ষা করেছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে পরাস্ত করলেন। খুব সংক্ষেপে বললে শঙ্করাচার্য ধর্মের নিরিখে গোটা ভারতবর্ষকে বাঁধলেন।

তিনি ভারতের চারটি প্রান্তে চারটি মঠ নির্মাণ করলেন। দ্বারকায় শারদা মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ, বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ, রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ। চারটি বেদকে চারটি মঠে স্থাপনা করলেন। শারদা মাঠে সামবেদ, গোবর্ধন মঠে ঋগ্বেদ, জ্যোতির্মঠে অর্থববেদ, আর শৃঙ্গেরী মঠে অথর্ববেদ। অর্থাৎ সারা ভারতজুড়ে বেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন। এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে দশটি নামে অভিহিত করলেন। যথা- সরস্বতী, ভারতী, পুরি, গিরি, পর্বত, সাগর,বন,অরণ্য, তীর্থ ও আশ্রম। শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের ধর্মকে নতুন করে ঢেলে সাজালেন। ধর্মের এই বাঁধনটির খুব দরকার ছিল। তিনি ধর্মকেই আশ্রয় করলেন ধর্মকে বাঁচানোর জন্য।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এলেন ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে যবনদের হাত থেকে। সেই সময়ের নবদ্বীপের অবস্থা স্বামী যুক্তানন্দের‘পুরুষসিংহ শ্রীচৈতন্য’ পুস্তক থেকে দেখা যাক। তনবাব ব্রাহ্মণদের ধরে আনে, নষ্ট করে তাদের জাতি(বর্ণ), কখনো বা করে হত্যা। যদি কোনো গৃহ হতে শোনা যেত শঙ্খধ্বনি,তবে গৃহস্বামীর ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত হত। তার জাতি নষ্ট করা হত। হয়তো বিপন্ন হত তার জীবন। যারা উপবীত ধারণ করত বা ললাটে আঁকত চন্দন তিলক -তাদের বাড়ি লুট করে বেঁধে আনা হত। ভাঙ্গা হত মন্দির, উপড়ে ফেলা হত তুলসী গাছ। নবদীপবাসীরা সর্বদাই প্রাণভয়ে দিন যাপন করত। হিন্দুদের গঙ্গায় স্নান নিষিদ্ধ হয়- কাটা হয় শতশত অশ্বত্থ ও কাঁঠাল গাছ।দ অত্যাচার এমন চরম সীমায় পৌঁছালো যে সেই সময়ের নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে সপরিবারে নবদ্বীপ ত্যাগ করে উড়িষ্যায় চলে গেলেন। বৃন্দাবন দাসের লেখাতেও আছে নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গাদাস রাজ ভয়ে ভীত হয়ে জন্মস্থান ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন।এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মহাপ্রভু ধর্মকে আশ্রয় করে সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করে ভারত ধর্মকে রক্ষা করলেন। ভারতবর্ষের মানুষকে ভগবানকে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিলেন তিনি। ‘শিক্ষাষ্টকম’এ লিখিত হল - তন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।/মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।দ সেই সময়ের ভীত, সন্ত্রস্ত ও অধঃপতিত জাতিকে উদ্ধারের জন্য হরিনামকে আশ্রয় করলেন।

আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছেদ অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনচর্যাকে তিনি ধর্মের নিয়মে বাঁধলেন। বর্তমানে অনেকেই চৈতন্যদেবের ধর্মকে বৈষ্ণব ধর্ম বলে ব্যঙ্গ করে থাকেন। ছোট হরিদাসের সামান্য ত্রুটির অপরাধে ত্যাগ করার জন্য অনেকে চৈতন্যদেবের সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু সেই সময়ে এই বৈরাগ্য এবং কাঠিন্য ভারতধর্মকে রক্ষা করেছিল। চৈতন্য অনুরাগী হরিদাস, রূপ,সনাতন রঘুনাথ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কঠিন বৈরাগ্যকে আশ্রয় করে এই ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলন এতটাই শক্তিশালী ছিল পরবর্তীকালে সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য এবং জীবন সব ক্ষেত্রেই বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমনকি এখনো তা বিলীন হয়ে যায়নি। তারপর আবার সংকট এল। এবার এলো নতুন রূপে। এই সংকট পূর্বপূর্ব যুগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। স্বামীজিও স্বীকার করেছেন ভারতবর্ষের এতখানি অধঃপতনপূর্ব-পূর্ব যুগে কখনো হয়নি।

ইউরোপে যখন কার্ল মার্কসের যুগ শুরু হল। ভারতবর্ষে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। কাল মার্কস বললেন, ধর্ম আফিম। মার্কসের মতবাদ চাইলেন ভারতবর্ষকে ভারত ধর্ম থেকে সরিয়ে দিতে। কমিউনিস্টরা এই কাজটি কৌশলে এখনো করে চলেছেন। কিন্তু নাস্তিকতা ভারতবর্ষের ধর্ম নয়। রামকৃষ্ণ তখনও রামকৃষ্ণ হননি। গদাধর চট্টোপাধ্যায়। রাসমনির কালীবাড়িতে কালীপূজক। তথাকথিত প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদীদের কথায় পুতুল পূজক।

সেই সময় সনাতন হিন্দু ধর্ম তিন রকমের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। একদিকে খ্রিস্টান মিশনারীরা ক্রমাগত হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ মূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে ধর্মান্তকরণের জন্য তারা চেষ্টিত। অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু ধর্মের চিরাচরিত প্রথাগুলোকে আক্রমণ করতে সদা তৎপর। বিশেষ করে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তারা খড়্গহস্ত। আর একটি আক্রমণ এল পাশ্চাত্য ভাবধারায় পরিপুষ্ট যুক্তিবাদীদের কাছ থেকে। যেমন ইয়ং বেঙ্গল। নিজের ধর্ম সম্পর্কে হিন্দুদের হীনমন্যতার ভাব কাটানোর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব মূর্তি পূজাকেই বেছে নিলেন। ‘কথামৃতে’মাস্টার মশাই যখন বলছেন, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে পূজা করো; মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।

মৃদু ধমক খেলেন মাস্টারমশাই। ততোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায়- তার ঠিক নাই তুমি বুঝাবার কে?দতারপর বললেন, তযদি ওই মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে তিনি কী জানেন না-তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ওই পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। ওর জন্য তোমার মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা করো।দসেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বহু দেবদেবীর পূজা এবং পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে স্বীকার করে নিলেন। এবং সেই সঙ্গে আরো স্বীকার করেন গুরুবাদকে। স্বামীজি লিখলেন, স্থাপকায় চ ধর্মস্য। ধর্ম স্থাপনের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মর্তভূমিতে আগমন। অর্থাৎ বিজাতীয় ভাব থেকে সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আগমনের উল্লেখযোগ্য একটি তাৎপর্য। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিপ্লব আন্দোলন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি আন্দোলন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এবং বিবেকানন্দও স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, যদি ধর্মকে বাদ দিয়ে লৌকিক জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদেরকে স্পষ্টই বলছি, ভারতে তোমাদের এই চেষ্টা বৃথা হবে-লোকের হৃদয়ে তা প্রভাব বিস্তার করবে না।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ চলে গেলেন। আবার বিরাট শূন্যস্থানের সৃষ্টি হল। শুরু হলো হিন্দু নিধন। আচার্য প্রণবানন্দজি শুরু করলেন হিন্দু সমাজ সমন্বয় আন্দোলন। হিন্দু মিলন মন্দির, হিন্দু রক্ষিদল গঠনের মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী ভারতবর্ষ গঠনের জন্য চেষ্টিত হলেন। সনাতন ধর্মকে রক্ষার জন্য শুরু করলেন ব্রহ্মচর্য আন্দোলন, গার্হস্থ্য আন্দোলন, তীর্থ সংস্কার, শক্তি সাধনা। তিনি ভারতবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তভারত ভুলিও না তুমি ঋষির বংশধর। তোমার ধর্ম ও সমাজ ঋষির হস্তে গঠিত, ঋষির সনাতন অনুশাসনে অনুশাসিত ও পরিচালিত। তোমার জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি কর্তব্য সত্যদ্রষ্টা ঋষি নির্দিষ্ট। ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্যই তোমার সনাতন আদর্শ, জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র। এই আদর্শকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাক। পড়ে গেলেও তোমার বিনাশ নেই, পুনরুত্থান অবস্থানভাবী।দ সেই উদ্দেশ্যেই আচার্য প্রণবানন্দজি প্রতিষ্ঠা করলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘ ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করে চলেছে শক্তি, শান্তি ও মুক্তির বাণী।

লেখালেখির বয়স

চণ্ডীচরণ দাস

একদিন এক সাহিত্যের অনুষ্ঠানে গিয়ে দুই সাহিত্যিকের কিছু আলাপন কানে এল। কথায় কথায় একজন আরেকজনকে ঝিজ্ঞাসা করছেন;আচ্ছা আপনি কতদিন লেখালেখি করছেন? দ্বিতীয়জন সহাস্যে বললেন; বেশীদিন নয়, বছর পাঁচ-ছয় হবে। আপনি? প্রথমজন বেশ একটু আত্মম্ভরীতার সঙ্গে বললেন;আমি সেই কলেজ জীবন থেকেই লিখছি। তার কথা শুনে দ্বিতীয়জন একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললেন;আপনি বেশ বড় সাহিত্যিক, আপনার অনেক অভিজ্ঞতা। তার কথায় প্রথমজন বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করে বলতে লাগলেন তার সাহিত্যকীর্তির কথা। কিছুক্ষণ পরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত আরেক প্রৌঢ় সাহিত্যিককে পরিণত বয়সে লেখালেখি শুরু করে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বড় বড় পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন শুনে প্রথমজন নিজের বিস্ময় গোপন করতে পারলেন না। হতাশ হয়ে বলেই ফেললেন;সত্যিই আপনি ভাগ্যবান। আমি এতডিন ধরে লিখেও বিশেষ সুযোগ পেমাম না। আর আপনি এত তাড়াতাড়ি বড়বড় পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেয়ে গেলেন। ভদ্রলোক কেবল মৃদু হাসলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

এটা ঠিক যে অন্যান্য প্রতিভার মত সাহিত্য প্রতিভাও জন্মজাত, যার স্ফুরণ দেখা যায় ছোট বয়স থেকেই। যেমনটা হয়েছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বেলায়, বাল্য বয়সে ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই প্রতিভার বিকাশ। আর খালি রবীন্দ্রনাথ কেন, বিশ্বের বেশীর ভাগ স্বনামধন্য সাহিত্যিকেরই সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল অল্প বয়স থেকেই, যা ধীরেধীরে পৌঁছে গিয়েছিল সাফল্যের শিখরে। কিন্তু পৃথিবীতে এমনও অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক আছেন যারা বেশী বয়সে লেখালেখি শুরু করেও পৌঁছে গিয়েছিলেন খ্যাতির চূড়ায়, লাভ করেছেন বিশ্বজোড়া প্রশংসা। সাহিত্য জগৎ সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের অনন্য সৃষ্টিতে।

বিদেশে এরকম উদাহরণ ভুরিভুরি পাওয়া যায়। যেমন ইংরাজী লেখিকা লর্ণা পেজ(১৯৪৩-২০০১)। তার প্রথম উপন্যাস A Dangerous Weakness প্রকাশিত হয়েছিল ৯৩ বছর বয়সে। উপন্যাসটা তিনি লিখেছিলেন কয়েক বছর আগেই যা অযত্নে পড়েছিল ড্রয়ারের মধ্যে। পরে তার পুত্রবধূ কেট বাকল নিজের উদ্যোগে উপন্যাসটি একটি সেলফ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশ করেন। উপন্যাসটি প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং লর্নার অবস্থা ফিরিয়ে দেয়। সেই টাকায় লর্না একটা বাড়ী কিনে কেবল নিজেরই নয়, আরও কয়েকঝন অসহায় লোকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন।

মার্কিন লেখিকা লরা ইনগলস ওয়াইল্ডারেরও প্রথম বই Little House in the Big Woods প্রকাশিত হয়েছিল ৬৫ বছর বয়সে। ক্ষ্মলিটল হাউসক্ষ্ম নামে আটটি বইয়ের সিরিজ ১৯৩২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয় হার্পার এণ্ড ব্রাদার্স থেকে যা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। হুলতঃ আত্মজীবনী মূলক এই ছোটদের বইগুলিতে লেখিকা লরা ফুটিয়ে তুলেছেন তার নিজেরই শৈশবের ওঠাপড়ার কাহিনী। বইগুলি এখনো সমান জনপ্রিয়।

আর পুলিৎজার প্রাইজ বিজয়ী ফ্রাঙ্ক ম্যাককোর্টেরও প্রথম বই Angella's Ashes প্রকাশিত হয়েছিল যখন তার বয়স ছিল ৬৬ বছর।

এছাড়া বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা হ্যারিয়েট ডোয়ের প্রথম উপন্যাস Stories for Ibarra (1984) প্রকাশিত হয়েছিল ৭৪ বছর বয়সে। বইটি নেশান্যাল বুক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। তিনি আরও কয়েকটি বই লিখেছিলেন যার মধ্যে Stories for Ibarra বইটিই হলমার্ক হল অফ ফেম লাভ করেছিল(১৯৮৮)।

আরও আছে। বিখ্যাত আমেরিকান লেখক ফ্রাঙ্ক ম্যাককোর্টের প্রথম লেখা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস Angel's Ashes প্রকাশিত হয়েছিল ৬৬ বছর বয়সে। বইটি প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয় এবং পুলিৎজার পুরস্কার ও নেশানাল বুক ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড পায়। একটি সিনেমাও হয় বইটির উপরে। লেখক পরে আরও দু’টি জনপ্রিয় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লিখেছিলেন।

আরেক আমেরিকান সাহিত্যিক ও চিত্রনাট্যকার মিলিয়ার্ড কৌফম্যানের (১৯১৭-২০০৯) প্রথম উপন্যাস Bowl of Cherries (2007) প্রকাশিত হয়েছিল ৯০ বছর বয়সে। তিনি আরও একটি উপন্যাস Misadventure লিখেছিলেন যেটি তার মৃত্যুর দু’বছর পর প্রকাশিত হয়েছিল। তার লেখা অনেকগুলি চিত্রনাট্য অস্কারের জন্যও মনোনীত হয়েছিল।

প্রখ্যাত বিবিসি রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও রিফিউজি কাউন্সিলের যোগাযোগ নির্দেশক ও সাহিত্যিক টিম ফিঞ্চেরও প্রছম উপন্যাস House of journalists প্রকাশিত হয়েছিল ৫১ বছর বড়সে। তিনি চল্লিশোর্ধ বয়সে লিখতে শুরু করা বেশ কিছু সাহিত্যিককে নিয়ে স্থাপন করেছিলেন দি প্রাইম রাইটার্স নামে একটি সংগঠন যার উদ্দেশ্য ছিল জীবনের ‘শ্রেষ্ঠ’ সময়ে লিখতে শুরু করা লেখকদের সাহায্য করা।

এছাড়া রেমণ্ড চ্যাণ্ডলার, রির্ড অ্যাডামস, অ্যানি প্রাউলস, সহ আরও অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন পঞ্চাশের পরে প্রৌঢ় বয়সে।

অনেক প্রথিতযশা ভারতীয় সাহিত্যিকও তাদের লেখালেখি শুরু করেছেন পরিণত বয়সে। যেমন ধরুন ঝর্ণা ব্যানার্জী। তিনি তার প্রথম লেখা বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাস Perched on the Periphery লিখতে শুরু করেন ৬৫ বছর বয়সে যা প্রকাশিত হয় আরও দশ বছর পরে (২০১১)।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আত্মজীবনী লেখিকা বাংলা সাহিত্যিক রাসসুন্দরী দেবীও(১৮০৯-১৮৯৯) লিখতে শুরু করেন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে। ষোলটি রচনা নিয়ে তাঁর বিখ্যাত বই ‘আমার জীবন’ প্রকাশিত হয়েছিল ৬৭ বছর বয়সে(১৮৭৬)। আর পনেরটি রচনা নিয়ে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পর ১৯০৬ সালে।

এছাড়া সাহিত্য একাডেমী ও বিভিন্ন পুস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত বাঙালী লেখক ও চিন্তাবিদ নীরদ সি চৌধুরীর প্রথম বই Autobiograph of an Unknown Indian দিনের আলো দেখেছিল ৫৪ বছর বয়সে(১৯৫১)।

আমাদের অনেকের মধ্যেই এমন কিছু সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে থাকে যা প্রথম জীবনে নানা কারণে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় না বা আমরা নিজেরাও সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকি না। কিন্তু পরিণত বয়সে যখন তার সাংসারিক দায়দায়িত্ব অনেকটা শিথিল হয়েছে, আর হাতে আছে পর্যাপ্ত সময়, তখন সেই সুপ্ত ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হওয়ার পথ খোঁজে, সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। আর জীবনের বর্ণময় অভিজ্ঞতা তার সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হওয়ার পথ সুগম করে দেয়, তার সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। তখন তার সৃষ্টি অচিরেই লাভ করে জগৎজোয়া প্রসিদ্ধি ও স্বীকৃতি।

সত্যি বলতে কী সাহিত্যচর্চা শুরু বা সাহিত্য প্রতিভার বিকাশের কোনও নির্দিষ্ট বয়স হয় না। বেশীর ভাগ স্বনামধন্য সাহিত্যিক অল্প বয়স থেকে শুরু করলেও অনেক সাহিত্যিক লেখালেখি শুরু করেন পরিণত বয়সে এবং অচিরেই লাভ করেন দেশজোড়া খ্যাতি। তাই কতদিন ধরে বা কবে থেকে সাহিত্যচর্চা করছেন তার থেকেও বড় কথা হল কতটা সত্যিকার সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারছেন সেটা। কাজেই বেশী বয়সে সাহিত্যচর্চা শুরু করায় লজ্জা পাওয়া বা নিরুৎসাহিত হওয়া বা হীনমন্যতায় ভোগার কোনও কারণ নেই, প্রয়োজন কেবল নিজের ভাল লাগার জিনিসটায় আরও বেশী করে মগ্ন হয়ে যাওয়া। এতে কেবল নিজেরই আনন্দলাভ হবে না, সাহিত্য জগৎও সমৃদ্ধ হবে।

তথ্যসূত্র: উইকিপেডিয়া, ইত্যাদি

আনন্দকথা

সমাধিমন্দিরে — আত্মা অবিনশ্বর — পওহারী বাবা

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই ঠাকু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভিড় হইয়াছে ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব শশব্যস্ত হইলেন। অনেক কষ্টে হুঁশ করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইতেছে। এখনও ভাবস্থ — একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। ক্যাবিনঘরে প্রবেশ করিলেন। কেশবাদি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন হুঁশ নাই। ঘরের মধ্যে একটি টেবিল, খানকতক চেয়ার। একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসানো হইল, কেশব একখানিতে বসিলেন। বিজয় বসিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেঝেতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন। ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিস্থ। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য। সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

কেশব দেখিলেন, ঘরের মধ্যে অনেক লোক, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

১৩ বছরের নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে চম্পট দিল অভিযুক্তরা

উদ্বিগ্ন পরিবার, তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পাচারের উদ্দেশ্যে ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। নাবালিকা বাড়ি না ফেরায় চরম আতঙ্কে পরিবার। অবশেষে থানার দ্বারস্থ হয়ে তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর থানার মাতালগড় লিচুবাগান পাড়া এলাকার। লিচুবাগান এলাকার বাসিন্দা ঝন্টু দাস। তার ১৩ বছরের এক নাবালিকা মেয়ে রয়েছে। বর্তমানে সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। জানা যায়, শনিবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ তার এক বান্ধবীর জন্মদিনের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। কিছুক্ষণ পরে সেই বান্ধবী ওই নাবালিকার বাড়ির ফোনে দীর্ঘক্ষণ মেসেজ করতে থাকে। এরপরেই ওই নাবালিকার মায়ের সন্দেহ হয়। তখন তার মেয়ের বান্ধবীকে ফোন করে বলে তুই কেন এসএমএস করছিস তোর জন্মদিনের উপলক্ষে তো বাড়ি থেকে বের হয়েছে আমার মেয়ে। তখনই তার বান্ধবী বলে যে আজ তার জন্মদিন নয়। এরপরেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয় পরিবারের তরফে। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সন্দেহবশত তাদের এক আত্মীয়র কাছে ফোন করে। কিন্তু প্রথমে তারা পুরো বিষয়টি অস্বীকার করে। এরপর থানায় এসে যখন পুরো বিষয়টি লিখিত আকারে জানানো হয় পরবর্তীকালে প্রশাসনের তৎপরতায় পুরো বিষয়টি স্বীকার করে নেয় তারা। তারা জানায় তাদের মেয়েকে তারা নিয়ে চলে গেছে কিন্তু কোথায় চলে গিয়েছে তা জানে না। এখন অভিযুক্তরা তাদের ফোন বন্ধ রেখেছে। ওই নাবালিকার পরিবার আশঙ্কা প্রকাশ করছে তাদের মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্যই বাড়ি থেকে তারা প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। তারা চাইছে প্রশাসন অতি দ্রুত তদন্ত করে যাতে সুস্থ অবস্থায় তাদের মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে আনে। পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনত শাস্তির দাবি জানাচ্ছে তারা।

মামারবাড়ি বেড়াতে এসে টেবিলফ্যানের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ৬ বছরের শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির পাণ্ডুয়ার রোশনা এলাকার ঘটনা। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শোকে ডুবল রোশনা। মৃত শিশুর নাম অরণ্য ভাদুলি। তার বাড়ি মেমারি থানার আলিপুর গ্রামে। টেবিলফ্যানের তার থেকে মহাবিপদ! মামার বাড়ি বেড়াতে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৬ বছরের এক শিশুর।

স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, শিশুটি শুক্রবার তার মায়ের সঙ্গে পাণ্ডুয়ায় মামার বাড়ি বেড়াতে আসে। শনিবার দুপুরে সে পুকুরে স্নান করতে যায় তার মায়ের সঙ্গে। বাড়ি ফিরে এসে দাদার সঙ্গে খেলা করতে থাকে। ঘরের ভিতর তখন টিভি চলছিল। সেই সময়েই সে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়!

তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা অরণ্যকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্থানীয় তৃণমূল সদস্য মাধব লোহার বলেন, শিশুটি মামার বাড়ি এসেছিল। মায়ের সঙ্গে স্নান করতে যায়। একাই বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে টেবিলফ্যানের তার থেকে কোনো ভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সে। আমরা খবর পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসি। কিন্তু শিশুটিকে বাঁচানো যায়নি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে। এমন ঘটনায় পরিবার-সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নামে।

আবর্জনার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চলেছে সোনামুখী পুরবাসী

সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে ডাম্পিং গ্রাউন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: বাঁকুড়া জেলার অতি প্রাচীন একটি পুর শহর সোনামুখী। ১৮৮৬ সালে এই পুরসভার পথ চলা শুরু। পেরিয়ে গেছে ১৩৯ গুলি বছর। আজ পর্যন্ত এই পুরসভায় কোনও পুরবোর্ড তৈরি করতে পারেনি একটি পুরসভায় ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই টাকা দিয়ে সোনামুখী পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আদকবাজার সংলগ্ন এলাকায় ৬ একর ৪৪ শতক জায়গায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তৈরি হচ্ছে একটি

স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড। স্বাভাবিকভাবেই শহরের আবর্জনা ফেলা হত শহরের বিভিন্ন জায়গায়। এ কারণেই অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হত পুরবাসী। শহরে ছড়াতো দুর্গন্ধ, রোগ জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা হাতছানি দিত। এই পরিস্থিতিতে পুরবাসীর প্রধান দাবি ছিল একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এবার তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরো ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে সোনামুখী সুবিশাল ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বসবে 'ফ্রেশ ওয়েস্ট প্রসেসিং ইউনিট' যে ইউনিটের মাধ্যমে শহরের আবর্জনাগুলি কে জৈব সারে রূপান্তরিত করা হবে। সেই জৈব সার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা বিক্রি করবেন কৃষকদের কাছে। ফলে ডাম্পিং গ্রাউন্ডকে কেন্দ্র করে কিছু কর্মসংস্থানও বাড়বে। স্বাভাবিকভাবেই ডাম্পিং গ্রাউন্ড এর কাজ শুরু হওয়ায় খুশি সোনামুখী পুরশহরের বাসিন্দারা।

ইয়ং নাট্য সংস্থা আয়োজিত সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত হল বীরভূম জেলা আন্ত বিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতা। স্কুল ভিত্তিক এই নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম কে ই কারমেল স্কুল, প্রযোজনা 'এক যে ছিল টুনি', দ্বিতীয় নগরী সুধাংশু বদনি শিক্ষা নিকেতন প্রযোজনা 'ঘুড়ি' এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে ভবানীপুর জুনিয়র স্কুল প্রযোজনা 'কানুর বাঁশি'।

সেতুর গার্ডওয়াল না থাকায় সেতু থেকে পড়ে মৃত্যু

প্রতিবাদে দেহ রেখে পথ অবরোধ আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সেতুর গার্ডওয়াল না থাকায় সেতু থেকে পরে মৃত্যু। দেহ গ্রামে ফিরতেই পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের। পথ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশকে ঠেলাঠেলি, পুলিশকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। সেতু থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আরামবাগ-খানাকুল রাজ্য সড়কের আরামবাগের চুনাইটে ব্রিজের দাবিতে পথ অবরোধ করে স্থানীয় মানুষজন। আরামবাগ থানার পুলিশ পথ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে অবরোধকারীরা। স্থানীয় মানুষজনের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার দুটি ব্রিজের গার্ডওয়াল নেই। যার ফলে নিত্যদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। কয়েক মাসের ব্যবধানে এই ব্রিজ থেকেই পড়ে গিয়ে মোট তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার আরামবাগের বলাইচকের বাসিন্দা সুশান্ত ছাতিম (৫৬) প্যান্ডেলের কাজ করে রাতে বাড়ি ফেরার পথে ব্রিজ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। প্রথমে সুশান্তবাবুকে উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে তাকে রেফার করা হয় কলকাতার পিজি হাসপাতালে। পিজি হাসপাতালেই সুশান্তর মৃত্যু হয়। রবিবার বিকালে মৃতদেহ গ্রামে ফিরতেই আরামবাগ-খানাকুল রাস্তার ওপর আরান্ডীর চুনাইটে গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত পথ অবরোধ চলে।

কালক্রমে বিলীন হতে চলেছে যাত্রা, এবার সেই যাত্রা কেন্দ্র করেই বসল উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চারিদিকে খোলা রঙ্গমঞ্চে সাবলীলভাবে সংলাপ যা যাত্রাপালা নামে পরিচিত। একটা সময় চারিদিকে খোলা মঞ্চে বিভিন্ন আলোর ঝলকানিতে এক-একটি চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখতে কার না ভালো লাগত। বিভিন্ন উৎসব হোক বা মেলা বিনোদনের একমাত্র অবলম্বন ছিল যাত্রাপালা। কিন্তু বর্তমানে সুপারসনিক যুগের গেরোই কালক্রমে বিলীন হতে চলেছে 'যাত্রা-ম্যানিয়া'।

এবার সেই 'যাত্রা-ম্যানিয়া'কে ফিরিয়ে আনার জন্য অভিনব উদ্যোগ নিলেন তালড্যাংরার বিধায়ক ফাল্গুনী সিংহ বাবু। এদিন সিমলাপাল রাজবাড়ি সংলগ্ন ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা হল যাত্রা উৎসবের। যা আগামী পাঁচদিন ধরে চলবে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ঘণ্টা বাজিয়ে এই উৎসবের শুভ সূচনা করলেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। কালক্রমে বিলীন হয়ে যাওয়া এক শিল্পকে পুনরুদ্ধার করার যেন এক অভিনব প্রয়াস। এদিন এক ঝাঁক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে পথ চলা শুরু হল এই উৎসবের।

বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'চেষ্টা করা হবে গ্রামীণ যাত্রাটা যেন আরও বৃহত্তর আকারে শুরু করা যায়, তাতে গ্রামে গ্রামে মানুষের একাত্মবোধ বাড়বে এবং মানুষে-মানুষে একটা সুসম্পর্ক গঠন হবে। আগামী দিনে ঘুমিয়ে থাকা এই শিল্পের আরো অগ্রগতি ঘটবে'।

তালড্যাংরার বিধায়ক ফাল্গুনী সিংহ বাবু জানান, 'হারিয়ে যাওয়া গৌরবকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। পেশাদার বা অ-পেশাদার যাত্রাশিল্প যেটা এলাকার বিনোদনের একটা অন্যতম অংশ ছিল যা হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই বাংলার এই সংস্কৃতিতে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরলে এই শিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভব। তাই এই আয়োজন'।

ইন্টারনেট এবং মোবাইলের যুগে হারিয়ে যাওয়া বাঙালির এই সংস্কৃতি 'যাত্রাপালা', এক কথায় বলতে গেলে যেখানে অপ-সংস্কৃতির কোনও অংশই নেই। সরকারি উদ্যোগে কতটা অগ্রগতি পায় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

কঙ্কালসার রাস্তার বেহাল দশায় হয়রানি সাধারণের, দ্রুত সারাইয়ের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রাস্তার মাঝে একাধিক জায়গা খানা খন্দে ভরে গিয়েছে, কোথাও কোথাও পাথর উঠে যাওয়ায় স্লিপ কেটে যাতায়াত করতে গিয়ে পড়ে আহত হচ্ছে মানুষজন। এমনই বেহাল অবস্থা কালনা ২ নম্বর ব্লকের তালার মোড় থেকে দেবীপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তা।

বেহাল এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে তালা, টোলা, ভুরকুন্ডা বালিন্দর বড় ধামাস সহ ১০-১২টি গ্রামের মানুষজন। ছাত্র-ছাত্রী থেকে রোগী নিয়ে যাওয়ার একমাত্র ভরসা এই রাস্তা। ইতিমধ্যেই এই রাস্তায় যাতায়াত করতে গিয়ে পড়ে আহত হয়েছেন বহু মানুষ। রাস্তায় কোথাও হয়ে গিয়েছে গর্ত, আবার তার ওপর উঠে গেছে পাথর। তাই স্লিপ কেটে গর্তে পরে আহত হচ্ছে মানুষজন। রোগী নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সে যাতায়াত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা, কষ্ট হচ্ছে রোগীদেরও। তালার মোড় থেকে দেবীপুর মোড় পর্যন্ত এই রাস্তার ওপরে চলে বহু অটো টোটো। যে কোনও সময় উল্টে গিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকার মানুষজন থেকে যাত্রীরা। একে তো খানাকন্দে ভরে উঠেছে রাস্তা। তার ওপর পিএইচই দপ্তরের বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য রাস্তা কাটা হয়েছে। সেই রাস্তা আর কোনো রকমেই মেরামত করা হয়নি। আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে বাম্পার। এই রাস্তার ওপরেই পড়ে বড়ধামাস, ছোট ধামাস গ্রাম বড় ধামাস গ্রামে কয়েকহাত অন্তর এত বাম্পার করা হয়েছে যাতে মোটর বাইক নিয়ে যেতে গিয়ে বা অটো টোটো যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে। কেউ কেউ পড়ে গিয়েও আহত হচ্ছে প্রতিদিন। এলাকার মানুষের দাবি এই রাস্তার ওপর বাম্পার গুলি কার নির্দেশে করা হয়েছে তা জানা নেই মানুষজনের। তার ওপর বেহাল রাস্তা ও বাম্পার। দুই মিলে নাজেহাল জেরবার অবস্থা হচ্ছে পথ চলতি মানুষজনদের। এলাকার মানুষ তথা অটো, টোটোর, মোটর বাইক নিয়ে যাতায়াত করা মানুষজনদের দাবি, অবিলম্বে এই রাস্তা মেরামত করা নাহলে যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। তাই অবিলম্বে প্রশাসন এই বিষয়ে নজর দিক।

পবিত্র ঈদ উপলক্ষেসেজে উঠেছে সিউড়ি রবীন্দ্রপল্লী পীরতলা প্রাঙ্গণ।

ঈদের অনুষ্ঠানে উঠে এল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও কন্যাশ্রীর সফলতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বধমান: আজ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পবিত্র ঈদ উৎসব। ঈদকে ঘিরে পূর্ব বর্ধমান জেলার সর্বত্র বইছে উৎসবের আমেজ। জেলার বিভিন্ন স্থানে ঈদ উদযাপনের জন্য তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ মঞ্চ। কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয় রবিবার সন্ধ্যা থেকেই। আবার কোথাও শিশুদের জন্য বিশেষ সেলফি জোন স্থাপন করা হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন নতুন পোশাক ও সুস্বাদু খাবার কিনতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। বিভিন্ন জায়গায় বসেছে ফুচকা, রোল, চটপটি,শরবত ও বিরিয়ানির দোকান, যা উৎসবের আবহকে আরও রঙিন করে তুলেছে।

ঈদের নামাজের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে বিভিন্ন ঈদগাহ ময়দান ও মসজিদ। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা, যাতে উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

এদিকে, বাচ্চাদের মধ্যে নতুন পোশাক, আতর ও রঙিন বেলুন কেনার ধুম পড়েছে। তবে এই ঈদ উৎসবে এবার উঠে এসেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও কন্যাদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্পের নাম। এই দুই প্রকল্পের সফলতার জন্য বিদেশেও প্রসংশিত হয়েছে। এবার ঈদের অনুষ্ঠানে সেই দুই প্রকল্পের মডেল তৈরি করা হয়েছে বর্ধমান ১ এর রায়ান পঞ্চয়েতে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প শুরু করতেই মহিলারা দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে কন্যাশ্রী পাওয়া মেয়েদের ও তাদের পিতাদেরও দুশ্চিন্তা কমেছে কন্যাশ্রী পাওয়ার জন্য।

পাখির চোখ ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন, কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে গুরুত্বপূর্ণ সভা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দোরগোড়ায় ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বৈতরণী পার হওয়ার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভার নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগিয়ে যেতে উন্মুখ, বিশেষ করে ভোটের কার্ডের ইস্যুই হচ্ছে এখন মূল বিষয়। এই নিয়ে নদিয়ার হাঁসখালি বেতনা গোবিন্দপুর তৃণমৃল কংগ্রেসের কর্মিসভা, এছাড়াও বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মনোবলকে চাঙ্গা করতে এই পদক্ষেপ। উপস্থিত জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ দীপক বোস, লক্ষ্মন দাস, দীনেশ চক্রবর্তী, অমিত দাস, রত্না ঢালী, কল্যাণ ঢালী, চিত্ত কর্মকার, চিত্ত বিশ্বাস। তবে গোটা নদিয়া জেলায় বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অনেকটাই শক্ত ঘাঁটি, বিজেপি এবং বিরোধী দলগুলি যতই নাড়াচাড়া দিক না কেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এখন মাস্টার স্ট্রোক, তৃণমূল নেতৃত্বের আত্মবিশ্বাস এবার বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফল হওয়ার পাশাপাশি, চারিদিকে শুধু উড়বে সবুজ ঝড়। আগে থেকেই কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে, মনোবল ফিরিয়ে আনতে এখন থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কর্মিসভা, ও কর্মীদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার কৌশল।

সোনামুখী চৌমাথা অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপি বিধায়কের নেতৃত্বে সোনামুখী চৌমাথা অবরোধ করে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। মালদার মাথাবাড়ির ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী পুরশহরের চৌমাথা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। বিজেপির বিধায়ক কার্যালয় থেকে কর্মী সমর্থকরা একটি মিছিল করে সোনামুখী পুরশহরের প্রাণকেন্দ্র চৌমাথায় উপস্থিত হন এবং সেখানেই বেশ কিছু সময় ধরে তারা পথ অবরোধ করেন ও রাজ্য সরকারের

বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। এই পথ অবরোধের জেরে সমস্যায় পড়তে হয় পথ চলতি সাধারণ মানুষদের।

সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী জানান, একটা পরিকল্পনামাফিক এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোষণের জন্য এই ঘটনা ঘটেছে বলেও তিনি দাবি করেন।

প্রত্যন্ত গ্রামেই রয়েছেন ভিক্টোরিয়া, অতি প্রাচীন আবাসনকে ঘিরে রয়েছে এমনই মুগ্ধময় পরিবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: প্রত্যন্ত গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো এক অনন্য চিত্র এখনও যেন জ্বলজ্বল করছে সৌন্দর্যময় পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। রয়েছে ভিক্টোরিয়ার ছোঁয়া, লন্ডনের বিলাস বহুল আবাসনের মতো হুবহু আবাসন দাঁড়িয়ে রয়েছে খোলা আকাশের নিচে। ইটের গায়ে রয়েছে লাল রংয়ের ছোঁয়া, কাঠের দরজার নকশা বলে দেয় আমি দাঁড়িয়ে আছি শতাধিক বছর ধরে। হ্যাঁ এমনই এক প্রাচীন ঐতিহ্যের আবাসনের সন্ধান মিলল নদিয়ার কৃষ্ণনগরের চর শম্ভুনগর গ্রামে। জানা যায়, কয়েক যুগ আগে ওই গ্রামে বসবাস করতেন মাত্র ২০০টি

পরিবার, চলছিল ব্রিটিশ রাজত্ব। সেই সময় গোবর্ধন আগরওয়াল নামে এক জমিদার তৈরি করেছিলেন এই আবাসন। গ্রামের প্রবীণদের কথায়, তারা বাবা ঠাকুর দাদাদের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছিলেন এই আবাসনে যাতায়াত করতেন ব্রিটিশরা। সময়ের পরিবর্তনে জমিদারি ধ্বংসের পথে চলে যায় গোবর্ধন আগরওয়ালের। বাধ্য হয়েই আবাসনটি বিক্রয় করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে এই আবাসনে যাতায়াত করত সরকারি আধিকারিকরাও, কিন্তু বর্তমানে বিলাসবহুল আবাসনটির কিছুটা ভগ্নদশা হলেও এখনো পর্যটকদের কাছে অনন্য। গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, নদিয়া জেলা নয়, গোটা পশ্চিমবাংলার মধ্যে এই ধরনের প্রাচীন জমিদারি আবাসন দেখা মেলা বড়ই ভার। প্রত্যন্ত গ্রামের আঁকাবাঁকা পথের চারপাশে রয়েছে খেজুর গাছ, তালগাছ, সহ প্রকৃতির অনন্য সৌন্দর্যতা। পাশেই বয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণনগরের জলঙ্গি নদী। পথ পেরিয়ে আবাসনে ঢুকলেই দেখা যাবে দু'পাশে রয়েছে রানি রাসমনির আবক্ষ মূর্তি, যেখানে লেখা রয়েছে ভিক্টোরিয়া দা গুড। আর এটাই প্রমাণ করে দেয় ভিক্টোরিয়ার আদলের ছোঁয়া রয়েছে এই ঐতিহ্য প্রাচীন আবাসনে। রংবেরঙের পাখিদের কিচিরমিচির ডাক, ফুলের অরণ্য, আরো কত না কি অপূর্ব সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতি প্রাচীন বাংলোটি। তবে লোকমুখে শোনা যায়, বাড়িটি বর্তমানে কোম্পানির বাড়ি নামেই পরিচিত, তবে কি কারণে এই নামে পরিচিত তা অজানা গ্রামবাসীদের কাছে। বর্তমানে চড় শম্ভু নগর গ্রামে হাজার হাজার পরিবারের বসবাস, কিন্তু এখনও প্রাচীন ঐতিহ্যের ছোঁয়া রয়েছে এই অতি প্রাচীর আবাসন টিকে ঘিরে। প্রতিদিন লেগে থাকে পর্যটকদের আনাগোনা, এক প্রকার বলা যেতেই পারে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে এই আবাসন আরো যেন মুগ্ধময়, ঠিক তেমনি পর্যটকদের জন্য যেমন গ্রাম বাংলার ভিক্টোরিয়া পাশাপাশি সুদূর লন্ডনের আবাসনগুলির মতো কারুকার্য।

যুকো ব্যাঙ্ক UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

ইউকো ব্যাঙ্ক
কৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চ
কৃষ্ণনগর, নদিয়া, ইমেল : krishn@ucobank.co.in

পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অনুমোদিত অফিসার ইউকো ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর,** ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ অধীনে **১৯.০৯.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী দিলীপ দেবনাথ, পিতা যতীন দেবনাথ,** বিলেরধার পাড়া, হরিপুর, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, পব, ৭৪১০৪০৪ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,০৮,৪৩৮.৫১ টাকা (চোদ্দ লাখ আট হাজার চারশ আটত্রিশ টাকা এবং একান্ন পয়সা)** এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত প্লান্ট এবং মেশিনারির **দখল** নিয়েছেন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির কোনওপ্রকার লেনদেন, **ইউকো ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর নিকট বকেয়া ১৪,০৮,৪৩৮.৫১ টাকা (চোদ্দ লাখ আট হাজার চারশ আটত্রিশ টাকা এবং একান্ন পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা ৮ সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির বিবরণ

২ র‍্যাপিয়ার লুম মেশিন পিএসআরজি৭৩৮এ
১. র‍্যাপিয়ার লুম মেশিন পিএসআরজি৭৩৮এ, মডেল-পিএসআরজি৭৩৮এ, এসএনএস জ্যাকুয়ার্ড শ্যাফট সিস্টেম, হুক-১৪০৮, ৬ কালার ইলেক্ট্রিক্যাল শেড, সার্ভো মোটর মেশিন বডি সহ, পাওয়ার ৪৪০ভি।
২. র‍্যাপিয়ার লুম মেশিন পিএসআরজি৭৩৮এ,
ডাবল শাড়ি মেশিন, এসএনএস ল্যাকুয়ার্ড শ্যাফট সিস্টেম, হুক -১৪০৮, ৬ কালার ইলেক্ট্রিক্যাল শেড, সার্ভো মোটর মেশিন।

তারিখ- ২৭.০৩.২০২৫
স্থান- কৃষ্ণনগর

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার এবং চিফ ম্যানেজার
ইউকো ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর শাখা, নদিয়া

মোথাবাড়ি যাওয়ার পথে সুকান্ত মজুমদারের র‍্যালি আটকালো পুলিশ

বিজেপি উস্কানি দিচ্ছে, অভিযোগ মৌসম নূরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোথাবাড়িতে যাওয়ার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের পথ আটকালো পুলিশ। রবিবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এদিন ইংরেজবাজার থানার সাদুল্লাপুর এলাকার মালদা-মোথাবাড়ি রাজ্য সড়কে রীতিমতো ব্যারিগেট তৈরি করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে র‍্যালি আটকায় জেলা পুলিশ। আর তারপরেই পুলিশের সামনে সড়ক অবরোধ করে টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতাকর্মীরা। আর এই ঘটনায় রীতিমতো বিজেপির ধর্মীয় উস্কানিমূলক রাজনীতির অভিযোগ তুলেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নূরের অভিযোগ, মোথাবাড়ির ঘটনা নিয়ে পুলিশ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে। তারপরেও বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব এখানে উস্কানিমূলক রাজনীতি করতে চাইছে। ওদের মুখে কোনওরকম উন্নয়নের কথা শোনা যায় না। যেহেতু সামনের বছর বিধানসভা নির্বাচন, তাই এদিন রাজনীতি করতে মালদায় এসেছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি। বিজেপির উস্কানিমূলক রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে তৃণমূল।

এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে মোথাবাড়িতে গাড়ি এবং বাইক নিয়ে র‍্যালি করে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় দলের তরফ থেকে। ওই এলাকায় যাতে নতুন করে অশান্তির সৃষ্টি না হয় সেজন্য আগে থেকেই পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এদিন দুপুরে সাদুল্লাপুর মোড়ের কাছেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের র‍্যালি পৌঁছতেই পুলিশ বাধা দেয়। কিন্তু পুলিশের প্রথম ব্যারিগেট ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে মোথাবাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করেন দলের রাজ্য সভাপতি সহ নেতাকর্মীরা। কিন্তু তার আগেই সাদুল্লাপুর মোড়ের কাছে রাস্তার ওপর বাঁশের ব্যারিগেট দিয়েই ঘিরে রাখা হয়। তারপরেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি উপস্থিতিতে নেতাকর্মীরা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এমনকী রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জানিয়েছেন, মোথাবাড়িতে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের যেতে দেওয়া হচ্ছে। অথচ বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের ওই এলাকায় যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে পুলিশ। এখানেই বোঝা যাচ্ছে শাসকদলের একতরফা হয়ে কাজ করছে পুলিশ। এদিন অন্যায়ভাবে মোথাবাড়ি যাওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়। তারপরেই রাজ্য সড়ক অবরোধ করেই বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। অবিলম্বে এই ঘটনার সমস্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, মোথাবাড়ির ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিভিন্ন ধারায় বেশ কিছু মামলা রুজু করা হয়েছে। পরিস্থিতি আপাতত শান্তিপূর্ণ রয়েছে। গোটা এলাকা জুড়ে পুলিশের টহলদারি চলছে। উল্লেখ্য, গত বুধবার রাতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে মোথাবাড়িতে দুই গোষ্ঠীর গোলমাল বাধে। এরপর বৃহস্পতিবার থেকে সেই গোলমাল রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। বিক্ষোভকারীদের হামলায় পুলিশের কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। হেনস্তা করা হয় পথচারীদের। পরে বাধ্য হয়ে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। এরপরেই এদিন বিজেপির এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে ২৫০ লিটার কাঁচা চোলাই মদ সহ গ্রেপ্তার চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: চোলাই মদ পাচার করতে গিয়ে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে ২৫০ লিটার কাঁচা চোলাই মদ সহ গ্রেপ্তার হল চালক। জানা গিয়েছে, সূত্র মারফত খবর পেয়ে আউশগ্রামের গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ এক বড় চোলাই মদ পাচার চক্রের হদিস পায়। হুগলির সিঙ্গুর থেকে পাচার করার জন্য ২৫০ লিটার কাঁচা চোলাই মদ ভর্তি একটি চারচাকা গাড়ি বর্ধমান, গুসকরা হয়ে বীরভূমে সাপ্লাই দেওয়ার পরিকল্পনায় ছিল। তবে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশের তৎপরতায় ওই গাড়ি আটক করা হয় এবং চালককে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চালকের নাম সন্তোষ সাউ, তিনি বীরভূম জেলার বোলপুর থানার এলাকার বাসিন্দা। গাড়িতে ২৫টি ব্লাডারে ২০ লিটার করে চোলাই মদ ভর্তি ছিল। চোলাই মদ পাচারের জন্য এই ধরনের গাড়ি ব্যবহার দেখে হতবাক হন পুলিশ অফিসারেরা। এভাবে গাড়ি ব্যবহার করে চোলাই পাচার চলতে থাকার বিষয়টি তাদের কাছে নতুন ছিল।

পুলিশ জানায়, গুসকরা ফাঁড়ির কাছে খবর পৌঁছনোর পর তারা বর্ধমান বোলপুর ২বি জাতীয় সড়কের আউশগ্রাম এলাকার কয়রাপুর মোড়ে নাকা তল্লাশি শুরু করেন। চালক পুলিশকে দেখেই গাড়িটি ঘুরিয়ে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাকে আটক করতে সক্ষম হয়।

এ বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে, বিশেষত গাড়ির মালিকের পরিচয় শনাক্ত করার জন্য। এছাড়া, চোলাই মদ তৈরি ও পাচারের এই চক্রে সিঙ্গুরের বড় ব্যবসায়ী জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সিঙ্গুর থেকে পূর্ব বর্ধমান ও বীরভূমে চোলাই মদ সাপ্লাই হত বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

এছাড়া, গত মাসে আউশগ্রাম এলাকার আবগারি বিভাগ ৭০০ লিটার চোলাই মদ নষ্ট করেছে এবং ৭ হাজার লিটার চোলাই তৈরির উপকরণ ধ্বংস করেছে। তবে এরপরও চোলাই মদের কারবারে রাশ টানা যাচ্ছে না। আউশগ্রামের বেশ কয়েকটি গ্রামে রমরমিয়ে চোলাই মদ তৈরি হচ্ছে, যদিও পুলিশ ও আবগারি বিভাগের অভিযানের পরও কারবারীরা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ধৃত চালককে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়েছে।

গঙ্গারামপুরের ঐতিহাসিক বাণগড় ফোর্ট উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহাসিক বাণগড় এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের শিলান্যাস করলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ঐতিহাসিক বাণগড় ফোর্ট উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করেন মন্ত্রী। প্রাথমিক পর্যায়ে এদিন গঙ্গারামপুর পুরসভার অন্তর্গত ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাণগড় এলাকায় প্রায় ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজের শিলান্যাস করা হয়। পরবর্তীতে স্মৃতিসৌধ, মিউজিয়াম সহ পর্যটন কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে বলেই জানা গিয়েছে। রবিবার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে এই কাজের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সত্যেন রায়, তপনের বিধায়ক বুধুরাই টুডু, বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক তথা অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার সহ আরো অনেকে।

এ বিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমরা চাইছি যতটা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার বাইরে যতটা জায়গা পর্যাপ্ত রয়েছে সেগুলোকে সুরক্ষা করা হোক। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে মূলত ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে জায়গাটির সুরক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। পরবর্তী স্তরে আরো কিছু দাবি রেখেছি। সেগুলো ফান্ড এলে পূরণ করা হবে।'

নিখোঁজ কলেজ ছাত্রের দেহ উদ্ধার হল রবিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: শনিবার সকালে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হয়ে যায় বর্ধমানের বাসিন্দা তথা এক কলেজ ছাত্র। রবিবার বিকালে তলিয়ে যাওয়া ওই কলেজ ছাত্রের দেহ উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধার হওয়ার পর কালনা থানার পুলিশ দেহ কালনা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। জানা গিয়েছে, শনিবার বর্ধমান শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার বাইকে করে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে আসে দু'জন। সম্পর্কে তারা মামা ভাগ্নে হয় বলেই জানা গিয়েছে। এদিন কালনা থানার ধাত্রীগ্রামের পিয়ারিনগর জিবিএম ঘাটে স্নান করতে নামে দু'জন। ভাগ্নে সায়ন বিশ্বাস ও মামা রোহিত দেবনাথ। হঠাৎ করেই রোহিত দেবনাথকে তলিয়ে যেতে দেখে কোনও মতে সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে আসে সায়ন। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিল রোহিত।

নিখোঁজ হয়ে যাওয়া কলেজ ছাত্র রোহিত দেবনাথের (২০) বাড়ি বর্ধমান শহরের কালনা গেট সংলগ্ন নারীমোর এলাকায়। সারা দিন ধরে বহু খোঁজাখুঁজির পরেও তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। রবিবার সকাল থেকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। এরপরেই বিকালে তার দেহ উদ্ধার হয়।

রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ মালদার গৃহবধূ, পুলিশের দ্বারস্থ স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ঈদ উৎসবের মধ্যে আচমকাই হারিয়ে গিয়েছে স্ত্রী। আর নিখোঁজ স্ত্রীর খোঁজ পেতে পুলিশ ও মানুষের দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অসহায় গৃহকর্তা। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুয়াটোলা এলাকায়। ঈদের উৎসবের মধ্যে যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। ঘরে ঘরে জ্বলছে রঙিন বাতি। তার ঠিক উল্টোদিকেই ওই গৃহকর্তার পরিবারের এখন অন্ধকার নেমে এসেছে। স্ত্রীর খোঁজ পেতে ইতিমধ্যে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন গৃহকর্তা মহিদুর রহমান। পাশাপাশি মোবাইলের স্ত্রীর ছবি নিয়ে আশেপাশে গ্রামগুলিতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলে সন্ধান চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন মহিদুর রহমান।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ ওই গৃহবধূর নাম সেরিনা বিবি (৪৫)। তার স্বামী মহিদুর রহমান পেশায় ভিন রাজ্যের শ্রমিক সরবরাহকারী। পরিবারে তাদের দুই ছেলে রয়েছে। ছেলেরা বর্তমানে সাবালক এবং গৃহকর্তা মহিদুর রহমানের সঙ্গেও কাজ করেন। আর্থিক দিক দিয়েও স্বাবলম্বী রয়েছে মহিদুর রহমানের পরিবারটি। কিন্তু তারপরেও হঠাৎ করে বাড়ি থেকে রাগ করে বেরিয়ে যান ওই গৃহবধূ সেরিনা বিবি বলে অভিযোগ। গত ২৭ মার্চ থেকে নিখোঁজ রয়েছেন ওই গৃহবধূ। তিন দিন পেরিয়ে গেলেও তার খোঁজ পাননি পরিবারের লোকেরা। ফলে এখন পুলিশের পাশাপাশি সোশ্যাল মাধ্যমেও স্ত্রীর ছবি দিয়ে সন্ধান চালানোর চেষ্টা শুরু করেছে পরিবারের লোকেরা।

গৃহকর্তা মহিদুর রহমান জানিয়েছেন, ২৬ মার্চ রাতে ঈদের পোশাক কেনাকাটা নিয়েই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। এরপর ২৭ মার্চ ভোর থেকেই স্ত্রীর কোনো খোঁজ নেই। রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এর আগেও পরিবারে অশান্তি হওয়াতে অনেকবার রাগারাগি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তখন সে ওর বাবার বাড়িতে থাকতো। রাগ মিটলেই দুইদিন পরে আবার বাড়িতে ফিরে আসতো। কিন্তু ২৭ মার্চ স্ত্রী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ও সেখানেও যায়নি। তাহলে ও গেল কোথায়। কিছুই বুঝতে পারছি না। ঈদের মধ্যে স্ত্রী ও পরিবার নিয়ে খুব আনন্দ করব ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন সবটাই মাটি হয়ে গেল। পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছি স্ত্রীকে খুঁজে বের করে দেওয়া হোক।

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, সেরিনা বিবি নামে এক গৃহবধূ নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যদিও ওই গৃহবধূটি আংশিক মানসিক ভারসাম্যহীন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন সূত্র ধরে ওই গৃহবধূর খোঁজ শুরু করা হয়েছে।

গুসকরা নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়লাভ করল প্রিন্স ইলেভেন দুর্গাপুর। শনিবার গুসকরা এলিট ক্লাবের উদ্যোগে গুসকরা পিপি ইনস্টিটিউশনের মাঠে একটি নৈশকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্টর আয়োজন করা হয়। এদিনের এই খেলায় দুই বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, দুবরাজপুর ও গুসকরা এলাকার আটটি দল অংশগ্রহণ করেছিল। চূড়ান্ত খেলায় ওঠে বাঁকুড়া একাদশ ও পিপিএসএস দুবরাজপুর। ফাইনালে জয়লাভ করে প্রিন্স ইলেভেন দুর্গাপুর। এদিন প্রথমে ব্যাট করে ৬ ওভারে ২৬ রান সংগ্রহ করে ইলামবাজার। পরে ব্যাট করতে নেমে ২ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় দুর্গাপুর। এদিন জয়ী দলকে নগদ ৭০ হাজার টাকা ও ট্রফি ও পরাজিত দলকে নগদ ৫০ হাজার টাকা ও ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এদিনের এই খেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন আউশগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার, গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান কুশল মুখোপাধ্যায়, আউশগ্রাম ১-ব্লকের ব্লক সভাপতি অরূপ সরকার-সহ বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর। এদিন খেলা দেখতে আশপাশের বহু গ্রাম থেকে বহু ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ হাজির হয়েছিলেন।

ক্লাব সদস্য গণেশ সরকার, ইন্দ্রজিৎ দাস বলেন, 'এই প্রথম বার গুসকরা শহরে এই ধরনের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছি। আশপাশের বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় এই মাঠে খেলতে এসেছিলেন। যুব সম্প্রদায় যে ভাবে নেশায় আসক্ত হয়ে উঠছে, মাঠ ছেড়ে মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে উঠছে তাদের মূল সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে আসাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমরা আগামী বছর আরো বড় করে এই টুর্নামেন্টর আয়োজন করব।'

হাতির হানায় ফের মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত। রবিবার ভোরে ঝাড়গ্রামে ফের হাতির হানায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম জলেশ্বরী সিং। তিনি নয়াগ্রাম থানার কাঁথি গ্রামের বাসিন্দা। হাতির তাণ্ডবে নাজেহাল নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর ২, সাকরাইল ও ঝাড়গ্রাম ব্লকের বাসিন্দারা।

নয়াগ্রামে বেশ কয়েকদিন ধরেই ২০ টি হাতির একটি দল ঘুরে বেরাচ্ছে। তার ওপর শনিবার রাতে আরো প্রায় ২০/২৫ হাতির একটি দল মাঝ রাতে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের পেটবিন্ধি, বাঘুয়াশোল, মালাই, খাড়বান্দি,বড় আসানবনি এলাকায় ঢুকে দাপিয়ে বেরাচ্ছে। শনিবার রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত পেটবিন্দি ও মালাই সহ বিস্তীর্ণ এলাকার সবজি ও ধান চাষের ব্যাপক ক্ষতি করায় চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলাকায় দেখা মেলেনি বনদপ্তরের। ক্ষতিপূরণের আবেদন করেও বছরের পর বছর মেলে না ক্ষতিপূরণ।

শিক্ষার প্রগতি বাড়াতে বিনামূল্যে গ্রামে গ্রামে একল অভিযান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পরা গ্রামে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের বাগডিহাতে পাঁচ দিনের আচার্য্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল ফ্রেন্ডস অফ ট্রাইবাল সোসাইটি। সংগঠনের সাতমা সঞ্চের ৩০টি স্কুলের আচার্য্যদের নিয়ে পাঁচ দিবসীয় আচার্য্য প্রশিক্ষণের সমাপ্তি হয় রবিবার। ৩০টি স্কুলে মোট ১০০০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করেন আচার্য্যরা। উপস্থিত ছিলেন সাতমা সঞ্চের সভাপতি সত্যবান বাগ, সাতমা সঞ্চ সমিতির সদস্য চন্দ্রশেখর সাউ, পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা প্রমুখ দীপ্তি মাইতি সহ অন্যান্যরা। শিক্ষার পাশাপাশি বাচ্চাদের মধ্যে মহাভারত ভাগবত গীতা পড়ানো হয়। উল্লেখ্য, একল অভিযানের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৮ সালে বিহারের গুমলা অঞ্চলে। ফ্রেন্ডস অফ সোসাইটি পরিচালিত একল অভিযানের মাধ্যমে পঞ্চশিক্ষা দ্বারা সারা ভারতবর্ষে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার একল বিদ্যালয় চলছে। ৩০টি বিদ্যালয় নিয়ে একটি সঞ্চ এবং তিনটি সঞ্চ নিয়ে একটি সংকুল এবং চারটি সংকুল নিয়ে আমাদের অঞ্চল, পশ্চিম মেদিনীপুর। সাতমা সঞ্চ সমিতির সদস্য চন্দ্রশেখর সাউ বলেন, একল অভিযানের মাধ্যমে শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া গ্রাম এবং যেখানে এখনো শিক্ষার আলো পৌঁছয়নি সেই সকল গ্রামগুলিতে আমাদের অভিযান। একজন আচার্য্য দ্বারা পরিচালিত স্কুল তাই একল বিদ্যালয় নামে পরিচিত। এই স্কুলে ছোট ছোট বাচ্চাদের নৈতিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে মনের মধ্যে দেশ ভক্তি জাগ্রত করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। আজকাল ছেলেদের মন থেকে ভক্তি শ্রদ্ধা দেশপ্রেম ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছে। ধীরে ধীরে সমাজ কলুষিত হচ্ছে তাই একল অভিযানের মাধ্যমে সুস্থ সবল সমাজ গ্রাম এবং স্বাবলম্বী ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা প্রমুখ দীপ্তি মাইতি বলেন, এই একল শিক্ষা অভিযান প্রত্যেকটি গ্রামের সাধারণ ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবক ও বয়স্কদের নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করে। ছোটদের যেমন পাঠদানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। সেইসঙ্গে গ্রামের বড়দের একত্রিত করে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করানো হয়।

সনাতন ধর্মের জাগরণ ঘটাতে পুরশুড়ায় সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ, গুরুগম্ভীর শ্লোকে মুখরিত পুরশুড়া। সুউচ্চ কণ্ঠে গীতার শ্লোকে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পণ্ডিতরা বলেন, গীতায় রয়েছে মানব জীবনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর। তাই গীতা পাঠ করলে নাকি মোক্ষ লাভ হয়। সেই পুণ্যার্জনের আশায় আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়ায় সহস্র কণ্ঠে পাঠ করা হল গীতা। পুরশুড়ায় এই গীতা পাঠ শুনতে ভিড় করলেন দুর-দুরান্ত থেকে আসা ধর্মপ্রাণ মানুষ। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য পুরশুড়া ব্লকে উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়। জানা গেছে, পুরশুড়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষের উদ্যোগে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে সাজিয়ে তোলা হয় গোটা এলাকা। উপস্থিত হয়েছিলেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পণ্ডিত ও পুরোহিতরা। বহু মহিলা লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পড়ে গীতা পাঠ শুনতে আসেন। রাস্তা দিয়ে চলাচল করা মানুষজন ও এই গীতা পাঠ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পরেন। সনাতন ধর্মের জাগরণ ঘটাতে এই উদ্যোগ বলেই জানান আয়োজকরা। এই বিষয়ে পুরোহিতদের দাবি, সমাজের অগ্রগতির জন্যে প্রতিটি মানুষের গীতা অধ্যায়ন করা প্রয়োজন। সকালে মঙ্গল ঘট উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর বিভিন্ন রকম মাঙ্গলিক ক্রিয়া কর্মের পরে শুরু হয় হোম যজ্ঞ। এরপর হয় গীতা পাঠ। গীতা পাঠের পর উপস্থিত ভক্তবৃন্দের জন্য আয়োজন ছিল মহা প্রসাদ। এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, পুরশুড়া বিধানসভার অন্তর্গত সোদপুরে সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান হয়। তবে তার আগে নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম গান হয়। বহু মানুষ অংশ নেন। সবমিলিয়ে আগামী দিনে এই ধরনের আরও নানা অনুষ্ঠান করার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানান আয়োজকরা।

ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার ছোড়া ফাঁড়ির পাশে বারোসতীর মাঠে আউশগ্রাম পুলিশ একাদশ ও সাংবাদিক একাদশের মধ্যে একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টর আয়োজন করা হয় ছোড়া পুলিশ ফাঁড়ির পক্ষ থেকে। এদিন খেলার মাঠে হাজির ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের ডিএসপি (ডিএন্ডটি) সুব্রত মণ্ডল, আউশগ্রাম থানার আইসি শান্তনু অধিকারী, ছোড়া ফাঁড়ির ওসি ত্রিদিব রাজ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন সাংবাদিক একাদশ। নির্ধারিত বারো ওভারে ১২৭ রান সংগ্রহ করে। সাংবাদিক একাদশের কুন্তল চট্টোপাধ্যায় ৫০ রান করে অপরাজিত থাকেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আউশগ্রাম পুলিশ একাদশ ৮ ওভারে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। এই খেলার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় পুলিশ একাদশের লালচাঁদ শেখ।

রাজস্থানের কাছে ধরাশায়ী ধোনির দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে ফের হারল চেন্নাই। ঘরের মাঠে আরসিবি-র পর, এবার অ্যাওয়ে ম্যাচে রাজস্থানের কাছে ধরাশায়ী ধোনির দল। তৃতীয় ম্যাচে প্রথম জয় পেল রাজস্থান।

ধোনি জয়প্রিয়তা কমে এতটুকুও। এদিন গুয়াহাটি স্টেডিয়ামে প্রিয় দলের হয়ে গলা ফাটাতে চলে এসেছিলেন চেন্নাইয়ের সমর্থকরা। গোটা স্টেডিয়ামেই হলুদ জার্সি ছড়াছড়ি। দেখা বোঝার উপায় ছিল না যে, বিপক্ষের মাঠে খেলে নেমেছেন হলুদ জার্সিধারী। কিন্তু ম্যাচ শেষে হতাশ হয়ে ফিরতে হল সমর্থকদের।

এদিন টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন চেন্নাই অধিনায়ক। বস্তুত সাফল্য এসেছিল। তৃতীয় বলেই আউট হয়ে যান রাজস্থানের যশস্বী জয়সওয়াল। তিন নম্বরে নামেন নীতীশ রানা। তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সামনে কার্যত দাঁড়াতেই পারলেন না চেন্নাইয়ে বোলাররা। উল্টে দিকে তখন ধীর গতিতে ব্যাটিং করছিলেন সঞ্জু স্যামসনের। বেশ খেলার সুযোগ দিচ্ছিলেন নীতীশকেই। ফল মেলে হাতেনাতেই। শেষপর্যন্ত ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮২ তোলে রাজস্থান।

জবাবে ব্যাট করে নেমে ১৭৬ রানে থেমে চেন্নাই। প্রথম ওভারেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন রাচিন রবীন্দ্র। ফের ব্যর্থ অপর ওপেনার রাহুল ত্রিপাঠীও। শেষের দিকে কিছুটা লড়াই দিলেন রুতুরাজ। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না।

দাপট দেখান প্রাক্তন কেকেআর তারকা মিচেল স্টার্ক

ম্যাচ জেতানো ইনিংস উপহার দেন ফাফ ডু'প্লেসি এবং অভিষেক শর্মারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি দূর নেহি... অক্ষর প্যাটেলের পল্টন অরেঞ্জ আর্মিকে হারিয়ে হয়তো দিচ্ছে এমনই হুঙ্কার। ভাইজ্যাগে গত বারের রানার্সরা নিজেদের মেলে ধরতেই পারল না। এমনটাই বলছে ক্রিকেট মহল। বল হাতে প্রথমে দাপট দেখান প্রাক্তন কেকেআর তারকা মিচেল স্টার্ক। এক, দুই নয়, তিনি তুলে নেন ৫টি উইকেট। সেখানেই হায়দরাবাদের ব্যাটাররা আইসিইউতে যাওয়ার জোগাড় হয়। তালিকায় আলাদা করে রাখতে হয় অনিকেত ভার্মাকে। তিনি ৭৪ রান না করলে দিল্লিকে ১৬৪ রানের টার্গেট দিতে পারত না হায়দরাবাদ। আর অরেঞ্জ আর্মির দেওয়া টার্গেট তাড়া করতে খুব বেগ পেতে হয়নি দিল্লিকে। ২৪ বল বাকি থাকতেই রবিবারের আইপিএল ম্যাচে সহজে ২ পয়েন্ট তুলে নেন ডু'প্লেসি-অভিষেকরা।

প্রথমে ব্যাটিং করে ১৮.৪ ওভারে ১৬৩ রান তোলে সানরাইজার্স। ওপেনার ট্রাভিস হেড (২২), অনিকেত ভার্মা (৭৪), হেনরিখ ক্লাসেন (৩২) ছাড়া হায়দরাবাদের কোনও ক্রিকেটার ২ অঙ্কের রান করতে পারেননি। সেখানে দিল্লির বোলাররা দুই অঙ্কের রান (১১) অতিরিক্ত দিয়েছে। তা না হলে টার্গেট ১৫০-এর কাছাকাছিও হতে পারত। সব মিলিয়ে এই ১৬৪ রানের পুঁজি নিয়ে দিল্লিকে চাপে ফেলতে পারেনি অরেঞ্জ আর্মি।

জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগুরুক ও ফাফ ডু'প্লেসির ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৮১ রান। দশম ওভারে গিয়ে এই জুটি ভাঙেন হায়দরাবাদের তরুণ বোলার জিশান আনসারি। ২৭ বলে ৫০ রান করে মাঠ ছাড়েন অক্ষর প্যাটেলের ডেপুটি। তাঁর ও জ্যাকের ওপেনিং জুটিই দিল্লির জয়ের ভিত গড়ে দেয়। এরপর জ্যাককে কট অ্যান্ড বোল্ড করেন জিশান। গুরুত্বপূর্ণ ৩৮ রান জ্যাকের। এরপর অভিষেক পোড়েল ও লোকেশ রাহুল জুটি বাঁধেন। এই ম্যাচে অনেকের নজরে ছিলেন লোকেশ রাহুল। কারণ দিল্লি তাঁকে প্রথম ম্যাচে পায়নি। রাহুল ও তাঁর স্ত্রী আথিয়ার কোল আলো করে এসেছে তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তান। এরপরই তিনি দলে যোগ দিয়েছেন। আজ খেলতেও দেখা গেল। প্রথমে উইকেটকিপিংয়ে নজর কেড়েছিলেন। তারপর মাত্র ৫ বলে ১৫ রান করেন। তাঁর ইনিংসে ছিল ২টি চার ও ১টি ছয়।

অরেঞ্জ আর্মির কোনও বোলারই সেই অর্থে দাগ কাটতে পারেননি।

যুক্তরাষ্ট্রে নতুন রেকর্ড গড়ে এশিয়ার তৃতীয় গুলভীর: ২৯ মার্চ ২০২৫ সালের 'দ্য টেন' অ্যাথলেটিক্স মিটে ১০,০০০ মিটার দৌড়ে ভারতের গুলভীর সিং নিজস্ব রেকর্ড ভেঙে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন। ২৬ বছর বয়সী এই ভারতীয় অ্যাথলিট ১০,০০০ মিটার ইভেন্টে ২৭০০.২২ সেকেন্ড সময় নিয়ে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সান জুয়ান কেপিস্ট্রানো শহরে অনুষ্ঠিত এটি ছিল অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্টে। এই দৌড়টি অনুষ্ঠিত হয়েছিল জেসেরা ক্যাথলিক হাই স্কুল ট্র্যাকে।

দেশবন্ধু পার্কে কালারিপায়াত্তু প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালারিপায়াত্তুকে জনপ্রিয় করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ পরশ কুমার মিশ্রর। তার উদ্যোগে দেশবন্ধু পার্কে আয়োজিত হল দুদিন ব্যাপী কালারিপায়াত্তুর প্রশিক্ষণ শিবির। এই প্রশিক্ষণ শিবির থেকে খেলোয়াড়রা যোগ দেবে খেলো ইন্ডিয়ার আসরে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা ওই সংস্থার অন্যতম মুখ তিনকড়ি দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

দেশি-বিলেতি মদ মিশিয়ে রুম পার্টনারকে খুন বন্ধুর!

গাজিয়াবাদ, ৩০ মার্চ: দেশি মদের সঙ্গে বিলেতি মদ মিশিয়ে বন্ধুকে খুনের অভিযোগ রুম পার্টনারের বিরুদ্ধে। রান্না নিয়ে ঝামেলার জেরেই এই খুন। ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে। ঘটনায় অভিযুক্ত বন্ধু সুধীর শর্মাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মাসখানেক আগে গাজিয়াবাদে খোড়া থানা এলাকায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সুধীর শর্মার সঙ্গে থাকছিলেন ফারুখাদাবাদের বাসিন্দা নেত্রাম শর্মা (৩২)। তবে দিন কয়েক আর নেত্রামকে দেখা যাচ্ছিল না। বেপাত্তা ছিলেন সুধীরও। ২১ মার্চ ওই ঘর থেকে পচা-দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন প্রতিবেশীরা। পুলিশ ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে নেত্রাম শর্মার পচাগলা দেহ উদ্ধার করে।

তদন্তে নেমে ফ্ল্যাট ও আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। ফুটেজে দেখা যায় ১৭ মার্চ সকাল ৭টা নাগাদ সুধীর গেটের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যান। কিন্তু, পরে তাঁকে আর ফিরে আসতে দেখা যায়নি। আর এতেই পুলিশের সন্দেহ গিয়ে পড়ে সুধীরের ওপর। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। জেরায় অভিযুক্ত সুধীর, নেত্রামকে খুনের কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের।

পুলিশকে সুধীর জানিয়েছেন, ১৫ মার্চ তাঁদের মধ্যে রান্না নিয়ে বচসা হয়। মৃত নেত্রাম বাইরে থেকে খাবার আনাতে পছন্দ করতেন। সুধীর ঘরে রান্না করতেন। তাঁদের ঘরে রান্না করলে ঘর গরম হয়ে উঠত, তাই নিয়ে দু'জনের মধ্যে মাঝে মধ্যেই ঝামেলা লেগে থাকত। গত ১৫ মার্চ তাঁদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময় হয়। নেত্রাম তাঁকে গালিগালাজ করে অভিযোগ করেছেন সুধীর। এরপরই সে নেত্রামকে খুনের পরিকল্পনা করেন। সুধীর জানতে পারেন যে, দেশি মদের সঙ্গে বিলেতি সদ মিশিয়ে খেলে শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে ব্যক্তি। এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। সেই মতো গত ১৬ তারিখ রাতে সে নেত্রামকে দিশি ও বিলিতি মদ মিশিয়ে খাওয়ায়। এতেই ঘটে যায় বিপদ। বিষক্রিয়ার নেত্রাম বিছানায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

পুলিশের দাবি, নেত্রামকে বেহুঁশ দেখে তাঁর শরীর চাদর দিয়ে মুড়ে দেন সুধীর। পরে মৃত্যু হলে ১৭ তারিখ সকালে বাড়ি ছেড়ে চলে যান তিনি। ২৯ তারিখ সুধীরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপরই গোটা বিষয়টি খোলসা হয়। সুধীরের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ, মদে কোনও বিষাক্ত পদার্থ মেশানো হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য পুলিশ ভিসেরা সহ আরও কিছু ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য সংরক্ষণ করেছে।

স্ত্রীর হাতে খুনের আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্যপ্রার্থী যুবক

গোয়ালিয়র, ৩০ মার্চ: বিয়ের পর থেকে একাধিকবার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন স্ত্রী। সম্প্রতি একজনের সঙ্গে লিভ ইন সম্পর্কেও রয়েছেন। এবার রীতিমতো প্রাণহানির আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন স্বামী। তাঁর ধারণা, প্রেমিককে নিয়ে মুসকানের মতো স্ত্রী তাঁকে খুন করতে পারেন।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা, অমিত কুমার সেন মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের বাসিন্দা। প্রাণহানির আশঙ্কায় রাত্ন স্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের কাছেও সাহায্য চেয়েছেন। তাঁর দাবি, মিরাট কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। মিরাটে প্রেমিক সাহিল ও মুসকান মিলে স্বামীকে খুন করে ১৫ টুকরো করে ড্রামে ভরে সিমেন্ট চাপা দিয়ে রেখেছিল। যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তোলপাড় গোটা দেশ। অমিতের আশঙ্কা, মুসকানের মতোই স্ত্রীর হাতে তিনি খুন হতে পারেন।

অমিত জানিয়েছেন, বিয়ের পর স্ত্রী একাধিকবার পরকীয়ায় লিপ্ত হয়েছেন। এখনও তাঁর একাধিক প্রেমিক রয়েছেন। একজনের সঙ্গে লিভ ইন সম্পর্কে রয়েছেন স্ত্রী। দিন কয়েক আগেই ছোট মেয়েকে নিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, তাঁদের বড় ছেলে হর্ষকে স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক মিলে খুন করেছেন। এবার তাঁর পালা। পথের কাঁটা সরাতে তাঁকেও খুন করতে পারেন স্ত্রী।

প্রাণহানির আশঙ্কায় বারবার থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন অমিত। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এবার মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চেয়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি। বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছে। অভিযোগ দায়ের হলে তদন্ত শুরু করবে।

অতীতে ট্রাম্পকে নিয়ে কৌতুক, হোয়াইট হাউসে শো বাতিল হল কমেডিয়ান অ্যাম্বারের

ওয়াশিংটন, ৩০ মার্চ: ট্রাম্পকে তুলোধনার শাস্তি। শাস্তি হিসেবে হোয়াইট হাউসে কৌতুক শিল্পী অ্যাম্বার রাফিনের শো বাতিল হল। নিজের কমেডি শোতে একসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কট্টর সমালোচনা করেছিলেন। ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনকে অজস্র খুনির সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়েছিল জনপ্রিয় মহিলা কৌতুকশিল্পীর। স্মৃতির পাতা ঘেঁটে সেসব ঘটনা তুলে এনে এবার হোয়াইট হাউসের এক অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হল তাঁর কমেডি শো। হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ লিখিতভাবে সেই তথ্য জানিয়েছেন। জানানো হয়েছে, আগামী ২৬ এপ্রিল হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আয়োজিত নৈশভোজের এক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন না কমেডিয়ান অ্যাম্বার রাফিন। এমনকী কোনও কৌতুক অনুষ্ঠানই হবে না। রাফিন দীর্ঘদিন ধরে কৌতুকাভিনেতা বলে পরিচিত। বিশেষত রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তাঁর বিভিন্ন কৌতুক শো-র জনপ্রিয়তা রয়েছে। আগে তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরোধিতায় নিজের শো-য় নানা ব্যঙ্গ, কৌতুক তুলে ধরেছেন। আগামী ২৬ এপ্রিল হোয়াইট হাউসে বিশেষ নৈশভোজে পারফর্ম করার জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে রাফিন ঘনিষ্ঠ মহলে জানান, ট্রাম্প প্রশাসনকে তিনি অজস্র খুনের কাণ্ডারি বলে মনে করেন। সেকথা গোপন থাকেনি। হোয়াইট হাউসের কানে পৌঁছতেই নড়েচড়ে বসে ট্রাম্প প্রশাসন। ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ টেলর বুদউইচ রাফিনকে 'দ্বিতীয় শ্রেণির কৌতুকশিল্পী' বলে কটাক্ষ করেন।

রাস্তায় নমাজ বন্ধের নির্দেশ, পাসপোর্ট বাতিলের হুঁশিয়ারি

এলাহাবাদ, ৩০ মার্চ ইদ-উল-ফিতর উদযাপনের আগে উত্তরপ্রদেশে মুসলিমদের প্রতি হুমকি ও কড়া নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। মিরাটের পুলিশ প্রধান ঘোষণা করেছেন, রাস্তায় নমাজ পড়তে দেওয়া হবে না। যাঁরা এই নির্দেশ অমান্য করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে এবং পাসপোর্ট বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশের এ ধরনের হুমকি দেওয়ার ক্ষমতা আসলেই আছে কি না। সাধারণত আদালতের অধিকার সিদ্ধান্ত নেওয়া, কোনো অপরাধের প্রকৃতি ও শাস্তি নির্ধারণের বিষয়ে। পুলিশ কর্মকর্তাদের এ ধরনের হুঁশিয়ারি দেওয়া বেআইনি এবং পাসপোর্ট বাতিল করার ক্ষমতা পুলিশের নেই।

শুক্রবারের শেষ রমজানের দিন, সমভাল জেলার পুলিশ আরও এক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করে যে, কেউ বাড়ির ছাদেও নামাজ পড়তে পারবে না। সেই সঙ্গে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের ব্যাপক মোতায়েন লক্ষ্য করা গিয়েছে, যা স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

অনেকেই মনে করছেন, এটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এবং হিন্দুদের মনে মুসলিমদের নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করার প্রয়াস। যদিও প্রশাসন জানায়, রাস্তায় নমাজ পড়া ট্র্যাফিক ও

উত্তরপ্রদেশ পুলিশ

জরুরি সেবায় বিঘ্ন ঘটায়, কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় উৎসবের সময় এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় না। দুর্গাপূজা, রামনবমী, গণেশ চতুর্থী, কিংবা হনুমান মন্দিরে ভক্তদের সমাগমে সৃষ্ট যানজটের ক্ষেত্রে প্রশাসন সাধারণত নীরব থাকে।

এভাবে, মুসলিমদের প্রতিটি ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডকে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে বলে মত কংগ্রেস সহ বিরোধীদের।

ওড়িশায় একাধিক সোনার খনির হদিশ!

কটক, ৩০ মার্চ: বাংলার পাশের রাজ্যেই মিলল একাধিক সোনার খনি। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া সূত্রে খবর, দীর্ঘ গবেষণার পর ওড়িশায় একাধিক সোনার খনির সন্ধান মিলেছে। এই খনিগুলিতে খননকার্য চালালে বিপুল সোনার হদিশ পাওয়া যেতে পারে। কমপক্ষে ১৮টি জেলায় বিপুল সোনার ভাণ্ডারের হদিশ পাওয়া যেতে পারে।

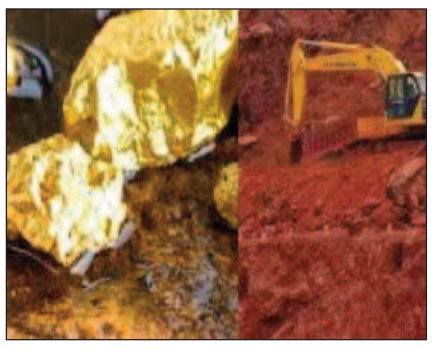

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় খনিমন্ত্রী বিভূতি জেনা সোনার খনির হদিশের বিষয়টি জানিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড়, নবরংপুর, কেওনঝড়, এবং দেওগড়ে সোনার খনির খোঁজ পাওয়া গেছে। পাশাপাশি মলকনগিড়ি, সম্বলপুরেও পাওয়া যেতে পারে সোনার ভাণ্ডার। জানা গেছে, কেওনঝড়ের আরাডাঙ্গি, ডিমিরমুদা, তেলকোই, গোপুরা, গজাইপুর, সালেইকানা, সিংপুর এলাকায় মিলেছে সোনার খনির হদিশ। এই জেলাতেই গ্রেডের প্ল্যাটিনামের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

খনি মন্ত্রক ও জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সমীক্ষা অনুযায়ী, কেওনঝড় জেলার চারটি স্থানে, ময়ূরভঞ্জ জেলার চারটি স্থানে এবং দেওগড় জেলার একটি স্থানে মাটির নীচে বিপুল সোনার ভাণ্ডার রয়েছে।

জঙ্গি দমন অভিযানে ১০ জন সাধারণ নাগরিককে খুন করল পাক সেনা

ইসলামাবাদ, ৩০ মার্চ: জঙ্গি দমন অভিযানে গিয়ে নিজের দেশের ১০ নাগরিকদের খুন পাক সেনার। সরকারের তরফে বিবৃতি জারি করে এই তথ্য স্বীকার করে নিল পাকিস্তান সরকার। গত শনিবার এই অভিযান চালানোর পর সন্ত্রাসদমনে সাফল্য কুড়োনোর পর অবশেষে ভুল স্বীকার করল শাহবাজ সরকার।

জানা গিয়েছে, গত শনিবার পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার পাহাড়ি অঞ্চল কাটলাংয়ে সেনা অভিযান চালিয়েছিল পাকিস্তানের সেনা বাহিনী। দাবি করা হয়, তাদের কাছে গোপন খবর ছিল, ওই এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে একাধিক জঙ্গি। সেইমতো অভিযান শুরু করে সেনা। দাবিও করা হয়, অভিযানে একাধিক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। যদিও পালটা নানা সূত্র থেকে দাবি করা হতে থাকে এই অভিযানে ওই অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করা হয়েছে। দিনভর এই নিয়ে চাপানউতোরের পর সন্ধ্যার দিকে প্রশাসন মেনে নেয় নিজেদেরই নাগরিককে খুন করেছে তারা। দেশের মানুষকে হত্যা করার পর পাক সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, সেনার গুলিতে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে সেই পরিবারগুলিকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে পাক সেনার সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি শেষ করেছে তেহরিক ই তালিবান। বর্তমানে এই সশস্ত্র সংগঠন পাকিস্তানের মাথাব্যাথার অন্যতম কারণ। শুধুমাত্র খাইবার প্রদেশেই লাগাতার হামলায় বহু পাক সেনাকে খতন করেছে এই সংগঠনের সদস্যরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পালটা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। তবে জঙ্গিদমন করতে গিয়ে পাক সেনার হাতে খুন হচ্ছেন ওই অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকরা।

স্থানীয়দের তরফে জানা গিয়েছে, ওই পাহাড়ি অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিদিন নিজেদের গবাধি পশুকে চরাতে নিয়ে যান। শনিবারও গিয়েছিলেন তাঁরা। সেই সময়ই পাক সেনা হামলা চালায় তাঁদের উপর। এই হত্যাকাণ্ড চালানোর পর সেনার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান সেখানকার নাগরিকরা। যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও অভিযান চালানোর সময় নাগরিকদের নিরাপত্তাই আমাদের প্রথম প্রাধান্য। তবে কখনও কখনও অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে যায়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ৩১ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

ডাঃ থিওফিল নেলেক এবং স্টেথোস্কোপ

ডাঃ শামসুল হক

গলায় একটা স্টেথোস্কোপ না ঝুললে ডাক্তারদের যে একদমই মানায় না সেটা শুধুমাত্র আজকের দিনের অনুভূতিই নয় , আজ থেকে দু আড়াইশো বছর আগেও সেটাই ছিল সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের একমাত্র ধ্যান ধারণাও। অবশ্য তার ও আগে যখন চিকিৎসা কর্মের অতি অপরিহার্য এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি তখন সকলকে যে নানান অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হত সেটা জানা যায় সেইসময়ের চিকিৎসকদের কাছ থেকে পাওয়া স্পষ্ট স্বীকারোক্তি থেকেই। সেইসময় রোগীদের বুক পরীক্ষার পদ্ধতিটাই ছিল আলাদা। রোগীদের বুকের উপর কান ঠেকিয়েই চিকিৎসকরা অনুভব করতেন রোগীদের বুকের স্পন্দন। তারপর এসেছিল কাগজে মোড়ানো যন্ত্র। তারপর এসেছিল কাঠের তৈরী যন্ত্র এবং অবশেষে চিকিৎসকদের হাতে এসেছিল আজকের দিনের অত্যাধুনিক হাতিয়ার টোথোস্কোপ। আর এর জনক হলেন ফরাসির প্রতিথযশা চিকিৎসক ডাঃ থিওফিল নেলেক।

চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর প্যারিসের একটা হাসপাতালেই চাকরি নিয়েছিলেন ডাঃ লেনেক। একদিন রাতের ডিউটি সেরে সবেমাত্র বাসার উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছিলেন তিনি। হঠাৎই তাঁর কানে আসে একজনের কাতর আর্তনাদ । আর সেটা শোনা মাত্রই তিনি এগিয়েও যান সেই দিকে এবং দেখতে পান ক্রন্দনরত সেই রোগীকেও। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করেন পরীক্ষা নিরীক্ষাও এবং বুঝতে পারেন রোগীটি হৃদরোগে আক্রান্ত এবং এখনই শুরু করতে হবে তার চিকিৎসাও। তাই ছুটি হয়ে যাওয়ার পরও তাঁকে হাসপাতালেই থেকে যেতে হল।

লেনেক বুঝলেন এখনই রোগীর বুক পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু তখন তো আর স্টেথোস্কোপ ছিল না। তাই বুকে কান না ঠেকিয়ে একটা মোটা আর শক্ত কাগজ নিয়ে তাকে গোল করে পাকিয়ে রোগীর বুকে ঠেকিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেন তাঁর হৃদস্পন্দন। আর কি আশ্চর্য, তিনি ভীষণ স্পষ্টভাবেই শুনতে পেলেন সব শব্দ এবং তাতেই রোগীর রোগের ব্যাপারে যা বোঝার বুঝে গেলেন সেটাও। আর সঙ্গে শুরু করে দিলেন রোগীর চিকিৎসার কাজও।

আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন মুমুর্ষু সেই রোগী। পরম তৃপ্তিতে মনপ্রাণ ভরে উঠেছিল চিকিৎসকেরও। তখন তাঁর মাথায় আবার এসেছিল অন্য একটা চিন্তাও। তিনি ভাবতেও শুরু করে দিয়েছিলেন, বুক পরীক্ষার জন্য কাগজের বদলে অন্য কিছু ব্যবহার করা যায় কি না সেটা নিয়েও। তবে সেটা নিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে সময় লেগেছিল অনেক। ততদিন দিব্যি চলে যাচ্ছিল কাগজের চোং দিয়েই।

ডাঃ লেনেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই তারপর কাগজের বদলে এসেছিল ফাঁপা বাঁশ অথবা কাঠ। কাজ ও চলতে থাকে ভালভাবে। চর্তুদিকে খবরটা ছড়িয়েও যায়। অন্যান্য চিকিৎসকরাও তাই নতুন সেই যন্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং একসময় হাতে তুলেও নেন।

তারপর কিন্তু চুপচাপ বসে থাকেননি ডাঃ লেনেক। তাঁর মাথায় তখন একটাই চিন্তা যন্ত্রটাকে কিভাবে আরও আধুনিক রূপে সজ্জিত করা যায়। ফলে শুরু হয় নতুনভাবে চিন্তাভাবনাও এবং একসময় সফল ও হন তিনি। বাঁশ বা কাঠের পরিবর্তে আসে ধাতব রূপ এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তার চেহারাও। সোজা কথায় বলা যেতে পারে অত্যাধুনিক একটা চেহারা নিয়েই সেই যন্ত্র তারপর হাজির হয় বিশ্বের ছোট বড় সব শ্রেণীর চিকিৎসকেরই চেম্বারে।

এবার চিকিৎসাকর্মে ব্যবহৃত নবনির্মিত সেই যন্ত্রটার যুতসই একটা নাম ঠিক করার জন্য ভীষণভাবে ব্যাকুল ও হয়ে ওঠেন তিনি । সেইসময় ছোটবড় সব ধরণের ডাক্তারি যন্ত্রপাতি সহ অন্যান্য উপকরণের নামকরণ করা হত গ্রীক কিংবা লাতিন ভাষারই মাধ্যমে। তাই ডাঃ লেনেক ও ভেবে নেন তাঁর নতুন আবিষ্কৃত যন্ত্রের নাম নির্ধারিত হবে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই। আর সেখানে থাকবে গ্রীক শব্দের ছোঁয়াও।

ফলে শুরু হল নতুনভাবে চিন্তাভাবনাও । তাঁর মনে হয়েছিল এই যন্ত্রটার সাহায্যেই অনুধাবন করা হচ্ছে বুকের যাবতীয় সমস্যারই বিষয়। অত এব এই বুক এবং পরীক্ষা দুটো শব্দের সংমিশ্রণেই ঠিক করা হবে সেই যন্ত্রের নাম । অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি খুঁজে পান দুটো গ্রীক শব্দ , স্টেথো এবং স্কোপিন। আর সেই ভাষায় স্টেথো শব্দের অর্থ হল বুক এবং স্কোপিন শব্দ বলতে বোঝায় পরীক্ষা। ব্যস হয়ে যায় সব সমস্যার সমাধান ও । খুঁজে পান ঈপ্সিত সেই নামটাও । স্টেথোস্কেপিন নামেই সমগ্ বিশ্বের চিকিৎসক মহলে নতুনভাবে পরিচিতি লাভও করে সেই যন্ত্র । সেই নাম নিয়েই চলেছিল তখন বেশ কয়েকটা বছর। তারপর অন্য আর ও কয়েকজন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী একটু সংশোধন করে তার নতুন নাম দেওয়া হয় স্টেথোস্কোপ। কয়েকজন চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীদের নিয়ে তৈরি করা হয় একটা রিপোর্টও । ১৮১৮ সালের গোড়ার দিকে সেটা জমা দেওয়া হয় ফ্রান্সের অ্যাকাডেমি অব মেডিসিন বিভাগেও। আর রিপোর্ট জমা দেওয়ার এক বছর পর ডাঃ লেনেক পান তাঁর সনদপত্রও । তারপর সরকারিভাবেই ঘোষণা করা হয় যে, চিকিৎসা কর্মের জন্য নতুন সেই যন্ত্রখানা সত্যিই ভীষণ আধুনিক এবং সেটা রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের কাজ ও যে অনেকটা এগিয়ে দেবে সেই বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কুমড়া ফুলের স্বাস্থ্য উপকারিতা

মিষ্টি কুমড়ার মতো এর ফুলেও অনেকে স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। এই ফুলগুলো মিষ্টি কুমড়ার মতোই দেখতে উজ্জ্বল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কুমড়ার ফুল সিদ্ধ করে, বেটে, রান্না করে কিংবা ভেজে খাওয়া হয়। এ ফুল অবশ্য কাঁচাও খাওয়া যায়। কুমড়া ফুল বেসনে ডুবিয়ে মচমচে করে খেতে বেশ লাগে।

কুমড়া ফুলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে বলতে গেলে, এই ফুলে ক্যালরির পরিমাণ খুব কম, ফ্যাটের পরিমাণ না থাকায় এ ফুলটি খাবারের ভালো উৎস। এই ফুলে সামান্য পরিমাণে প্রোটিন এবং প্রচুর পরিমাণে খনিজ, যেমন- ফসফরাস, আয়রন, সেলেনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও মিনারেল থাকায় এটি শরীরের জন্য দারুণ উপকারী। মিষ্টি কুমড়ার মতো এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি১, বি ২, বি৬ রয়েছে।

আর এভাবেই এই ফুল আমাদের অনেক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। তাহলে চলুন বিস্তারিত জেনে নেই কুমড়ার ফুল খেলে আমাদের স্বাস্থ্যের কতটা উপকার হয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে

কুমড়ো ফুলে রয়েছে ভিটামিন সি, যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। সর্দি-কাশির মতো সমস্যা থেকে আমাদের দূরে রাখে।

এর সঙ্গে এটি শরীরে আয়রনের শোষণকে ত্বরান্বিত করে, যার ফলে শরীর ইতোমধ্যেই যেকোনো ধরনের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

ব্যাকটেরিয়া-ফাঙ্গাস সংক্রমণের সমস্যা দূরে থাকে

কুমড়ার ফুল খেলে শরীর থেকে ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস সংক্রমণের সমস্যা দূর হয়। গরমকালে এই সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। এরকম অবস্থায় এই ফুল খাওয়া খুবই উপকারী।

হজম সমস্যা ভালো হয়

পাচনতন্ত্রেও উপকার পাওয়া যায় কুমড়ার ফুল খেলে। পাচনতন্ত্রের উন্নতি ঘটে, কারণ এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার পাওয়া যায়। এটি খেলে পেটে ভারী হওয়া, বদহজম গ্যাসের মতো সমস্যা দূর হয়।

ত্বকের তারুণ্য বজায় থাকে

অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ কুমড়ার ফুল ত্বকের তারুণ্য বজায় রাখে। এ ছাড়া এতে থাকা ভিটামিন সি দাঁতের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে। এ ছাড়া এটি ক্যান্সার প্রতিরোধে এবং কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

চোখের জন্য উপকারী

উজ্জ্বল রঙের কুমড়া ও কুমড়ার ফুলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ থাকায় দুটিই চোখের জন্য দারুণ উপকারী।

হাড় মজবুত করে

কুমড়া ফুল হাড়ের উপকার করে। কারণ এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকে। যা হাড়কে মজবুত করে। অস্টিওপোরোসিস রোগেও এটি উপকারী।

তরমুজের সাদা অংশ ফেলে দেন? এটা খেলে শরীরে কী কী হতে পারে জানেন?

গরমে যতই কষ্ট হোক না কেন, খাদ্যরসিক বাঙালির কাছে কিন্তু এই সময়টা একটা কারণে বেশ আনন্দের। তা হল এই গরমে পাওয়া ফল। একদিকে রয়েছে ফলের রাজা আম, অন্যদিকে আছে লিচু, তরমুজের মতো সব ফল। বিশেষ করে গরম থেকে ঘুরে এসে সামনে কাটা ঠান্ডা ঠান্ডা লাল রঙের তরমুজ পেলে তার থেকে সুস্বাদু আর কি বা আছে বলুন?

তবে আমাদের বেশিরভাগই তরমুজের লাল অংশ খেতে অভ্যস্ত। বাকি সবুজ খোসা এবং তার গায়ে লেগে থাকা সাদা শাঁস ফেলে দিই। তবে চিকিৎসকরা কিন্তু বলছেন একদম অন্যকথা। তরমুজের এই সাদা অংশ খেলে কী কী উপকার হয় জানেন? এতে আছে সিট্রুলিন নামে একধরনের নন-এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড। এটি খেলে আমাদের কর্মক্ষমতা বাড়তে পারে কল্পনার চেয়েও অধিক।

সিট্রুলিন আমাদের রক্তনালির প্রসারণ ঘটায়। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনের গবেষণা বলছে, সিট্রুলিন মাংসপেশিতে অক্সিজেনের জোগান দেয়। ফলে কর্মক্ষমতা বাড়ে।

আমেরিকান জার্নাল অব হাইপারটেনশন প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে, তরমুজের সাদা ও অন্যান্য অংশ প্রাপ্তবয়স্কদের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে দারুণভাবে সাহায্য করে। শুধু তা-ই নয়, তরমুজে যে সিট্রুলিন আছে, সেটিও উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

তরমুজের খোসা ফাইবার বা আঁশের সমৃদ্ধ উৎস। আর এটা তো জানা কথাই, ফাইবারসমৃদ্ধ খাবারের অনেক উপকারিতা। মলত্যাগের ক্ষেত্রে সহায়ক এবং কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

মলত্যাগের ক্ষেত্রে সহায়ক এবং কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার দ্রুত পেট ভরায়, দীর্ঘক্ষণ ভরা রাখে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

গরমে অহেতুক জল পান নয়, শরীরে ঠিক কতটা প্রয়োজন আদৌ জানেন?

জলই জীবন। সেই ছোট্টবেলা থেকে এ কথা শেখানো হয় সকলকে। জলের অপচয় করা একেবারেই উচিত নয়। শরীরের জন্য জলের বিকল্প কিছু হয় না। শরীরে জলের অভাব হলে, নানা রোগ হয়। শীতকালে অনেকে জল পান করতে চান না। কম জল পান করেন। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তা করার জো নেই। এই সময় ঠিক কত পরিমাণ জল খাওয়া প্রয়োজন, জেনে নিন কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

গরমকালে সঠিক পরিমাণে জল পান করতে হবে। শরীরে জলের অভাবের কারণে নানা রোগের আশঙ্কা থাকে। গ্রীষ্মকালে কতটুকু জল পান করা উচিত? দিল্লির আরএমএল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক সুভাষ গিরি জানিয়েছেন যে, এই গ্রীষ্মে একজন ব্যক্তির কমপক্ষে ২ লিটার জল পান করা উচিত। অফিসে বসে কাজ করলেও অনেক বেশি জল পান করা প্রয়োজন। যদি কোনও ব্যক্তি প্রতিদিন ব্যায়াম করেন, বা কোনও অ্যাথলিটদের ক্ষেত্রে ২ লিটারের বেশি জল পান করতে হবে। ডাক্তার সুভাষ জানিয়েছেন, গরমকালে একজন স্বাভাবিক মানুষের অন্তত ৮-১০ গ্লাস জল পান করা উচিত। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীদের কমপক্ষে ১০-১২ গ্লাস জল পান করা উচিত। গর্ভবতী মায়েদের শরীরের জন্য জল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর অভাবে মা ও শিশু দু'জনেরই শরীরের ঝুঁকি থাকে। একইভাবে, স্তন্যদানকারী মহিলাদের ১০-১২ গ্লাস জল পান করা প্রয়োজন।

জল কম পান করলে কী বিপদ হতে পারে?

জল কম খেলে ডিহাইড্রেশন হতে পারে। হৃদরোগ হতে পারে। হজমজনিত সমস্যা যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য বা পেটে ব্যথা হতে পারে। ডিহাইড্রেশন হলে অনেক সময় বমি এবং ডায়রিয়াও হয়। যা বিপজ্জনক আকার ধারন করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে জল পানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাড়ির বাইরে বেরোলেই জলের বোতল সঙ্গে রাখা উচিত। গলা শুকিয়ে না গেলেও মাঝে মাঝে জল পান করতে হবে। এ বিষয়ে অবহেলা করলেই বিপদ বাড়বে বই কমবে না।